Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/6954

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ
ও
তাঁহার উপদেশামৃত

39

❋

লেখক:
পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী
শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ
শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

LIBRARY
No. 3/6954
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

নমস্তে গুরবে তস্মৈ নিত্যানন্দপ্রদায়িনে।
কর্ম্মবন্ধবিনাশায় প্রপন্নজনসেবিনে॥
(শ্রীশঙ্করতীর্থঃ)

সম্বৎ ২০১৩, সন ১৩৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

3/69 BHADAINI, VARANASI-1

No.

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

ও

তাঁহার উপদেশামৃত

3/69

হরি হর তুই মোর অভেদ শরীর।
অভেদ যে জন ভজে, সেই ভক্ত বীর॥
(অন্নদামঙ্গল)

লেখক ঃ
পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী
শ্রীমৎ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ
শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

পুনর্মুদ্রনের জন্য দক্ষিণা—এক টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
পণ্ডিত শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায়,
বিদ্যানিধি, নিষ্ঠারত্ন, তত্ত্ববিনোদ, এম-এ, বি-এল,
৭।১।বি কুণ্ডু রোড, কলিকাতা-২৫

পুস্তক-প্রাপ্তি-স্থান ঃ

১। প্রকাশক।

২। রাজজ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীহরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, জ্যোতিষতীর্থ, জ্যোতিষশিরোমণি, পরীক্ষক—গভর্নমেণ্ট জ্যোতিষ পরীক্ষা, ৪৫এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড কলিকাতা—২৬।

৩। শ্রীশ্যামাদাস বাক্‌চি, বিদ্যারত্ন, সাংখ্যভূষণ, কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ, প্রধান পণ্ডিত—রঘুনাথপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

৪। শ্রীকালিচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, (অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক) পোঃ কুণ্ডা, (বৈদ্যনাথ-দেওঘর)।

৫। শ্রীবটুকনাথ চক্রবর্ত্তী, পাণ্ডা, বিলাসী টাউন, দেওঘর-বৈদ্যনাথ, সাঁওতাল পরগণা।

মুদ্রাকর—শ্রীঅজিতচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজগদীশ প্রেস,
৪১, গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা—১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/69

শ্রীশ্রীগুরুচরণশরণম্

প্রাক্‌কথন

যাঁহাকে ডাকিব, যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব, যদি প্রথমেই তাঁহার অপূর্ব্ব স্বরূপের পরিচয় শুনিতে পাই, তাহা হইলে মন সহজেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয়; সেই কারণে এই পুস্তিকার প্রথমেই নামীর স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আবার নাম-স্মরণের বা নাম-কীর্ত্তনের সর্ব্বপাপনাশী অমোঘ মাহাত্ম্য শুনিলে পাপী মন কাতরভাবে নামকীর্ত্তনে সমুৎসুক ও সচেষ্ট হইয়া উঠে; সেইহেতু এই পুস্তিকার অন্তে নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

সর্ব্বদা নাম যে করিতে পারে, ত্রিতাপের জ্বালা আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অজ্ঞান-অন্ধকারে বাসনার বশে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ইষ্ট ভুলিয়াই জীবের হাহাকার। সাধনার ধনকে চিনিয়া, এই ভব-আশা-মৃগতৃষ্ণার পশ্চাতে বৃথা জীবন যাপন না করিয়া, যিনি সাধনাকেই জীবনের একমাত্র আনন্দ জানিয়া, ইহার অনুষ্ঠানে প্রাণপণ প্রযত্ন করেন, তিনিই এই চিরস্থায়ী পরমসুখকে প্রাপ্ত হয়েন। সাধনাই জীবের প্রাণ। সাধনায় অসাধ্য সাধন হয়। যাঁহা লাভ হইতে আর লাভ নাই, যাঁহা হইতে অধিক আর নাই, সাধনার দ্বারাই জীব সেই পরমপদের অধিকারী হন। কলির জীব সাধনা হারাইয়াই এই দুর্গতির পথে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলসতার স্রোতে, বহির্মুখতার প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। সাধনার অভাবে আজ দেশ কাল পাত্র তিনেরই অভাব। ভক্ত তুলসীদাস এই কঠিন সত্ত্বহর, দোষপূর্ণ কলিযুগে কলির মানুষকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি এই আপদ্ধর্ম্মকালে শ্রীভগবানের ভজনা করিতে পারে, সেই সকলের অপেক্ষা চতুর।

'কঠিন কাল মলকোষ, ধর্ম্ম ন জ্ঞান ন যোগ তপ।
পরিহর সকল ভরোস, রাম হি ভজহি রে চতুর নর॥'

কলির জীব ইহা অপেক্ষা সহজ সাধনা আর কি পাইবে? "মরেতি জপ সর্ব্বদা"—এই ত সাধনা; ইহা ছাড়িয়া আর কি করা যাইবে? আমরাও বলি, নাম অবলম্বন কর। সর্ব্বদা নাম লইয়াই থাক। সর্ব্বদার কর্ম্ম এই নাম। যাহার সর্ব্বদার কার্য্য রহিল তাহার আর বিরক্তি কোথায় লাগিবে? তাহার আবার আলস্য কোথায় থাকিবে? নাম করিয়া করিয়া অন্য ভাবনা ত্যাগ কর। কর্ম্ম আসিলেই হাতে পায়ে কর্ম্ম করিবে কিন্তু মনে মনে নাম চালাইবে। কি হবে, কি করিব, এই ভাবনা আদৌ ভাবিবে না। ভাবনা আসিলেই বলিও—হে আমার ইষ্টদেবতা! আমি এই সব ভাবনা ভাবিতে পারিব না—ভাবিয়াও কোনকালে কিছুই করিতে পারি নাই। আমি তোমার নাম করি—যা তুমি করাইতে চাও, তাই হউক। এইভাবে সর্ব্বদা নামের ব্যবহার করিতে হইবে।

বড় ভাগ্যে ইষ্টের দেখা মিলে। যাঁহারা সত্য সত্য ইষ্ট দেখিয়া ইষ্টকে ভালবাসিয়াছেন—তাঁহাদের ত ভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু যে কখন ইষ্টকে দেখে নাই সে কি করিবে? এমন লোক যদি বিশ্বাস করে ইষ্ট বড় সুন্দর—ইষ্ট সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সর্ব্ব মাধুর্য্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার, তাহা হইলে সে গুরুমুখে শাস্ত্রমুখে ইষ্টের স্বভাব শুনিতে ভালবাসে। সে সৎসঙ্গ করিয়া করিয়া, সে শাস্ত্রমত ধারণা ধ্যান অভ্যাস করিতে প্রাণপণ করে, ইষ্টকে সত্য সত্য দেখিবার জন্য সে কল্পনায়, প্রাণে প্রাণে ইষ্টের রূপ ইষ্টের গুণ আনিতে চায়। সত্যকথা কল্পনায় সমস্ত করে। কিন্তু করে কেন? কল্পনাতেও সে একটা আনন্দ অনুভব করে। মানুষ ত আনন্দই চায়। সত্য সত্য আনন্দ পাইলে ত কথাই নাই কিন্তু কল্পনার আনন্দও সে ছাড়িতে পারে না।

বুঝিলাম ইষ্টকে না দেখিলে প্রাণ মন কিছুতেই শান্ত হইবে না। অশান্ত যে সে কখন সুখ পাইবে না—গুরুমুখে শাস্ত্রমুখে ইহা শুনিয়াছ আর সংসারের কপটাচারে, সংসারের ব্যভিচারে হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া পুড়িয়া যখন সে সর্ব্বদা একটা অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল—তখন তার দগ্ধ হৃদয় শুনিল—এখনি ইষ্টকে না পাইলেও হতাশ হইও না, ইষ্টের অনুরাগ নাই বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিও না—হা হুতাশ করিয়া জড়তা আশ্রয় করিও না ;—যাহাতে অনুরাগ আসিতে পারে তাহার জন্য তোমার মত লোকে যাহাতে অধিকারী—তোমার মত লোকে যাহা পারিবে তাহাই ধর—এই লঘূপায় ধর—তোমারও হইবে। ইষ্ট পাইবার জন্য ইষ্ট নাম আশ্রয় কর। ইষ্ট নামকে ভালবাসিতে প্রাণপণ কর—নামকে ভালবাসিতে পারিলেও এই কলিযুগে সহজেই সব হয়।

এই যে নামের সম্বন্ধে এত বড় কথা বলা হইল—ইহা হয় কিরূপে ? ভগবানের বা ভগবতীর স্বভাবটি যদি ভক্তমুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করা যায়, তবে নামের উপর বিশ্বাস জন্মে, ক্রমে শ্রদ্ধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা হইলে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস হয়—এই নামই আমাকে উদ্ধার করিবেন। আহা! কত পাপী তাপী নাম অবলম্বন করিয়া দুঃখময় সংসার হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছেন। যে রত্নাকর সকল প্রকার পাপ করিয়াছিল, সাধুসঙ্গে সেও যখন নাম অবলম্বন করিল—সোজাভাবে নাম না করিতে পারিয়া উল্টাভাবেই নাম করিতে লাগিল—অনুতাপের জ্বালায় জ্বলিয়া নাম করিল—তখন সে আর রত্নাকর থাকিল না—হইলেন প্রাতঃস্মরণীয় ভগবান্ বাল্মীকি। যখন ভগবানের দর্শন মিলিল তখন তিনি ভগবান্‌কে বলিলেন—

"অহং যথোপদিষ্টং তৈস্তথাকরবমঞ্জসা।
জপন্নেকাগ্রমনসা বাহ্যং বিস্মৃতবানহম্॥"

যেমন উপদেশ পাইলাম—সেইরূপে আর কালবিলম্ব না করিয়া নাম জপিতে জপিতে এমন একাগ্র হইয়া গেলাম যাহাতে আর আমার বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

আহা! বড় কৃতজ্ঞ হইয়া ভগবান্ বাল্মীকি তখন শ্রীভগবান্ শ্রীরামকে বলিতে লাগিলেন—

"অহং তে রামনাম্নশ্চ প্রভাবাদীদৃশোঽভবম্।"

আমি তোমার রামনামের প্রভাবেই আজ জগৎপূজ্য বাল্মীকি হইলাম।

আর অহল্যা—সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করিয়াও শুধু নাম জপিয়া জপিয়া আজ প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন। শবরী, বিভীষণ, হনুমান—সকলেই ত শরণাপন্ন হইয়া নাম করিয়া করিয়া আজ কত অনাথের, কত কাঙ্গালের, কত পতিতের পথ-প্রদর্শক হইয়াছেন। রাখাল বালকগণ, ব্রজগোপিনীগণ আজ যে জগৎপূজ্য জগৎপূজ্যা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ত শরণাপন্ন হইয়া নাম জপিয়া। কত সাধে রাধারাণী বলিয়াছিলেন "জপই জপই শ্যাম নাম, ছার তনু করব বিনাশ।" সুরথ রাজা, সমাধি বৈশ্য কি ছিলেন কি হইলেন তাহার সাক্ষী ত শ্রীচণ্ডী। যিনি সর্ব্বদা 'দুর্গা দুর্গা' করাকে জীবনের ব্রত করিয়া ফেলিতে পারেন, আর প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিতে পারেন "অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেহনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে। ত্বমেকা গতির্দেবি, নিস্তারহেতু র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥" তাঁর কি হয়? তাঁহাকে কাহারা রক্ষা করেন?

"শূলং শূলী চক্রমাদায় চক্রী
বজ্রং বজ্রী পাশমাদায় পাশী।
ধাবত্যগ্রে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বয়োশ্চ
দুর্গা-দুর্গা-বাদিনাং রক্ষণায়॥"

যিনি দুর্গা দুর্গা সর্ব্বদা জপ করেন তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার অগ্রে, পৃষ্ঠে, পার্শ্বে চলেন কে? শূলহস্তে মহাদেব অগ্রে চলেন, সুদর্শন চক্র হস্তে বিষ্ণু চলেন তাঁর পশ্চাতে, বজ্রহস্তে ইন্দ্র ধাবিত হন একপার্শ্বে আর পাশহস্তে বরুণদেব ধাবিত হন অন্য পার্শ্বে। বল—জপকারীর বিপদ কোথা হইতে আসিবে? যদিও পূর্ব্ব কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কিছু আইসে—জাপক কি তাহাতে কখন ভীত হন? রুদ্রযামলে পাওয়া যায় "কলিকালে বিশেষেণ মহাপাতকিনামপি। নিস্তারবীজং বিজ্ঞেয়ং নাম-সংস্মরণং প্রিয়ে॥" অর্থাৎ কলিকালে মহাপাতকীদিগের বিশেষ উদ্ধারের উপায় নাম-স্মরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইষ্টকে বহুভাগ্যে কোন কোন ভাগ্যবান পায়—কিন্তু নামকে সকলেই পাইতে পারে—যে এই নাম জপ করে। মহামুনি গর্গদেব অবিশ্বাসীর দুর্গতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন—

"নারায়ণেতি মন্ত্রোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে ঘোরে পতন্তীত্যেতদদ্ভুতম্॥"

অর্থাৎ 'নারায়ণ' এই মন্ত্র আছে—আর মানুষের বাক্যও তার বশে আছে, তথাপি মানুষ যে ঘোর নরকে পড়ে—ইহাই ত বড় অদ্ভুত কথা। স্বয়ং ধন্বন্তরী বলেন—

"অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ নামোচ্চারণ-ভেষজাৎ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥"

অর্থাৎ নামই সর্ব্বরোগের অব্যর্থ ঔষধ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"অহোরাত্রং চ যেনোক্তং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
সর্ব্বপুণ্যং সমাপ্নোতি রামনামপ্রসাদতঃ॥"

অর্থাৎ অহোরাত্র যে রামনাম জপ করে রামনামের প্রসাদে সে সমস্ত পুণ্যলাভে ধন্য হয়।

নামের সম্বন্ধে এইরূপ কত কথাই পাওয়া যায়। বিশ্বাসীর কাছে নামই অমৃত আর অবিশ্বাসীর কাছে কিছুই নয়। অবিশ্বাসীই সংসারে বড় হতভাগ্য। ইহারা নিরন্তর জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হয়।

"যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা"—তবে কি কিছু হয়? যদি পিপাসা না জাগে তবে জলপান করিতে কে চায়? পিপাসা জাগিবার অনেক কিছু ত হইতেছে। ব্যভিচারের স্রোত কে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতেছে আর কষ্ট অশান্তি আজকালকার দিনে কাহাকে বাদ দিতেছে ? মশা কামড়াইলে মানুষ মশককে তাড়াইয়া দিবার জন্য হস্ত সঞ্চালন করে আর এই মনের মশকের দংশনের নিবৃত্তি কিসে হয় মানুষ কি তাহার অনুসন্ধান করিবে না ?

শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন—ভক্তি কর, ভক্তি বাড়াও—মনের মশক দংশনের একমাত্র উপায় ইহা। অনেক পথ লোকে আজকাল বাহির করিতেছে সত্য কিন্তু শ্রুতির উপদেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। শ্রুতি বলিতেছেন—ভক্তিপথই নিরুপদ্রব—"সর্ব্বেষামধিকারিণামনধিকারিণাং ভক্তিযোগ এব প্রশস্যতে। ভক্তিযোগো নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ।"

তুমিই একমাত্র চেতন ; আমার মধ্যে আর সব জড় ; হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ তোমার চৈতন্য-প্রভায় চেতন মত হইয়া যেন কার্য্য করে, চলে ফিরে, দেখে, শুনে। এই তুমি আমাদের হৃদয়ে আছ। যদি কেহ এইটিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে পারে, দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ইহার স্মরণ সর্ব্বদা করিতে পারে, ইহার স্মরণে ইনি সর্ব্বদা হৃদয়ে আছেন এই ধ্যান সর্ব্বদা করিতে পারে,—বিশ্বাসে, স্মরণে ধ্যান করিতে করিতে নাম জপ করিতে পারে—এইরূপ ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া যায়।

হৃদয়ে তুমি আছ—এই ভাবনা করিতে করিতে যিনি নাম জপ করেন, একবারও নাম ছাড়েন না, তাঁকে ইনি ভালবাসেন। এমন জনকে ইনি মূর্ত্তি ধরিয়াও দেখা দিয়া থাকেন। তাঁহাকে দেহ ভাবিয়াই মানুষ কষ্ট পায়। তাঁহাকে দেখিলে দেহ-সর্প আর থাকে না, থাকেন তিনিই। তখন আর দেহে আত্মবোধ কোথায় ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ধ্যায়ন্তী রামমেকাগ্রমনসা হৃদি সংস্থিতম্" নিজ হৃদয়দেশে একাগ্রচিত্তে রামের ধ্যান করিতে করিতে নিষ্পাপ হইয়া অহল্যা আবার সমস্ত পাইয়াছিলেন। যা কিছু করিয়া ফেলিয়াছ তাঁর করুণার কাছে সকলেরই ক্ষমা আছে—এমন ক্ষমাসার আর যে নাই। পাপীতাপীর এমন অকৃত্রিম সুহৃৎ আর কেহ নাই।

কলিকালে সাধারণ সকলে আশ্রয় করিবেন 'নাম'কে। কবীরদাসের শিক্ষাকে কণ্ঠহারের মধ্যমণি করিয়া তাঁহারা "শোয়ত আঁচাওত রাম" নাম জপ করিবেন—নাম স্মরণ করিবেন।

সখের অভ্যাসে হইবে না—নাম করিতে হইবে সর্ব্বদা—নাম করিতে হইবে শ্বাসে শ্বাসে—শ্বাস উঠিতেছে লক্ষ্য করিয়া নাম কর, শ্বাস পড়িতেছে লক্ষ্য করিয়া নাম কর। ক্রমে শ্বাস উঠিতে ছয় বার ও শ্বাস ফেলিতে ছয় বার অভ্যাস কর—ইহাই আপামর চণ্ডালেরও কলিসন্তরণোপায়। আর ভগবান্ বামদেবের আশ্বাসবাণী শুনিয়া হতাশভাবকে তিলাঞ্জলি দিয়া আশ্বাস প্রবল রাখিতে হইবে—

"রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥"

এই ঘোর কলিযুগেও যে সকল মানুষ নিত্য রাম রাম জপ করেন—শ্বাসে শ্বাসে জপ করেন, তাঁহাদের মৃত্যুভয়াদিও কখন থাকিতে পারে না।

যাঁহার গুরুদত্ত নাম যাহা তাহাতেই তাঁহার হইবে। নাম অনেক কিন্তু নামী সেই একজনই। নামী অপেক্ষা নামই যে কলিযুগে শতগুণ বড় তৎসম্বন্ধে ভৃগুদেব বলিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নাম্নৈব তব গোবিন্দ কলৌ তত্তঃ শতাধিকম্।
দদাত্যুচ্চারণান্মুক্তিং বিনা চাষ্টাঙ্গযোগতঃ ॥"

হে গোবিন্দ, এই কলিযুগে তোমা অপেক্ষা তোমার নামই শতগুণ বড়। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ বিনাও কেবল নাম জপেই মুক্তিলাভ হয়। সকল নাম সম্বন্ধেই একই কথা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে বলিতেছেন—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না কিম্বা যোগিদিগের হৃদয়েও বাস করি না ; যেখানে আমার ভক্তগণ সদা সর্ব্বদা আমার নাম গান করেন, গুণকীর্ত্তন করেন, আমি কেবল সেখানেই বাস করি।

শ্রীরামগতপ্রাণ হনুমান বলিতেছেন—

"রামং চিন্তয় চিত্ত বর্ব্বর! চিরং চিন্তাশতৈঃ কিং ফলম্?
কিং মিথ্যাশতজল্পনেন সততং রে বক্ত্র! রামং বদ ॥"

রে মূঢ় মন! বৃথা শত শত চিন্তায় লাভ কি? সর্ব্বদা রামকে চিন্তা কর। রে বদন! মিথ্যা বাক্যব্যয়ে আয়ুক্ষয় কর কেন? সর্ব্বদা "রাম রাম" বল।

ভক্তের ঐ মহীয়সী সত্যবাণী আশ্রয় কর, জীবন কৃতার্থ হইবে। অত্রৈব শিবম্।

শ্রীশঙ্করতীর্থ স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি নির্দ্দিষ্ট প্রথার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ, অপর প্রথার উপাসনা করিলে কোনও ফললাভ হয় না, ইহা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা। হিন্দুধর্ম্মে এরূপ অনুদার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। ভগবানের শ্রীমুখের বাণী হিন্দু শুনিয়াছে —

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

(গীতা, ৪।১১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ভাবেই আমার ভজনা করে, সেই ভাবেই আমি তাহাকে অনুগ্রহ করি। সকল মানব সকল প্রকার উপায়ে আমার মার্গই অনুসরণ করে।

লোকের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিভিন্ন। এ জন্য একই উপায় সকলের পক্ষে উপযোগী হয় না। হিন্দুধর্ম্মে প্রবৃত্তিভেদে অধিকারভেদ একটি মূলতত্ত্ব। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ধর্ম্ম আত্মাকে বাদ দিয়া দেহের মত।

ঈশ্বরকে লাভ করিলে যে সুখ হয়, তাহা চিরস্থায়ী; অতএব, ঈশ্বর-লাভই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞপ্তি

মুজঃফরপুরের নিম্নলিখিত ভক্ত ও শিষ্যগণ এই পুস্তক-মুদ্রনের ব্যয়ভার সহর্ষে মিলিতভাবে বহন করিয়া নিজেদের আস্তিকতা, ধর্ম্মপ্রবণতা, উদারতা ও গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছে। পরমাত্মা উহাদের হৃদয়ে বৈরাগ্য, সংযম, সত্যবাদিতা, ভজনশীলতা ও ইষ্ট-ভক্তিরূপে উদিত থাকিয়া উহাদের সাধনক্ষম এই দুর্লভ মানব-জনম সফল করুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসরোজকুমার রায়
শ্রীরাজকুমার শীল
শ্রীমহেন্দ্রমোহন দত্ত
শ্রীমতী যমুনাময়ী মজুমদার
শ্রীমতী রাধারাণী দাসী
শ্রীঅনাদিশরণ মজুমদার
শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী খান
শ্রীনন্দলাল দাস
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

লাহিড়ী বাড়ী
বিলাসী, বৈদ্যনাথধাম
১৯৫৫, ১লা এপ্রিল

শ্রীশঙ্করতীর্থ স্বামী
শ্রীশ্রীরামনবমী
১৩৬১, ১৮ই চৈত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্

জয় শঙ্খগদাধর, নীলকলেবর, পীতপটাম্বর, দেহি পদম্ ।
জয় চন্দনচর্চ্চিত, কুণ্ডলমণ্ডিত, কৌস্তুভলাঞ্ছিত, দেহি পদম্ ॥১
জয় পঙ্কজলোচন, ভূরুসুশোভন, পাপবিমোচন, দেহি পদম্ ।
জয় বেণুনিনাদক, রাসবিহারক, বঙ্কিমসুন্দর, দেহি পদম্ ॥২
জয় ধীর-ধুরন্ধর, অদ্ভুতসুন্দর, দেবেষু দুর্লভ, দেহি পদম্ ।
জয় বিশ্ববিমোহন, মানসমোহন, সংস্থিতিকারণ, দেহি পদম্ ॥৩
জয় সত্যজনাশ্রয়, মঙ্গলকারণ, অন্তিমবান্ধব, দেহি পদম্ ।
জয় দুর্জ্জয়শাসন, কেলিপরায়ণ, কালিয়দমন, দেহি পদম্ ॥৪
জয় ভক্তজনাশ্রয়, দীনদয়াময়, চিন্ময় অভয়, দেহি পদম্ ।
জয় পামরপাবন, ধর্ম্মপরায়ণ, দৈত্যনিসূদন, দেহি পদম্ ॥৫
জয় বেদবিমোচন, শ্রীরাধারমণ, বৃন্দাবনধন, দেহি পদম্ ।
জয় নিত্যনিরঞ্জন, দুর্গতিভঞ্জন, সজ্জনরঞ্জন, দেহি পদম্ ॥৬
জয় ভক্তমনোহর, সর্ব্বসুখকর, নিত্যক্ষমাসার, দেহি পদম্ ।
জয় নবঘনশ্যাম, পূর্ণশোভাধাম, দুষ্টনাশকাম, দেহি পদম্ ॥৭
জয় গো-দ্বিজ-পালক, গোকুলনায়ক, মুরলীবাদক, দেহি পদম্ ।
জয় সর্ব্বরূপধর, মায়ামোহহর, করুণাসাগর, দেহি পদম্ ॥৮

। ইতি শ্রীকৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭/৫০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশামৃত

ত্রিমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ*

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রাচীন আর্ষ শাস্ত্রাদির আলোচনা করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথম রূপ—পরমরূপ বা স্বরূপ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, দৃশ্যলেশ-বর্জিত, কেবলমাত্র অভেদাত্মবুদ্ধি দ্বারা "যোগিভির্ধ্যানগম্যম্" আর ত্রিগুণ স্পর্শ-রহিত "সর্ব্বধীসাক্ষিভূতম্"। প্রকৃতপক্ষে তাহাকে আদি বা অনাদি, অথবা রূপ বা অরূপ, কিছুই বলা যায় না। শাস্ত্রাচার্য্যগণ এই স্বরূপকেই নানাবিধ নামে অভিহিত করিয়াছেন—আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, পরং ব্রহ্ম, সৎ, চিৎ, আনন্দ, সচ্চিদানন্দ, জ্ঞান, প্রজ্ঞান, স্ব, ওঁ, তৎ, যৎ, ইত্যাদি। ভগবতী শ্রুতি একস্থানে এই রূপকে "জ্যোতিষামপি তজ্ জ্যোতিঃ" অর্থাৎ নিখিল পর-প্রকাশ্য

---

* ১৯৪২, মে মাসে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যায় ৺কাশীর সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী সাপ্তাহিক 'সিদ্ধান্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা তাহারই অনুবাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব জড় জ্যোতিসমূহের অধিষ্ঠানরূপ পরমজ্যোতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পাছে ব্রহ্মস্বরূপকে সাধারণ লোক সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় জ্যোতিষ্মান বলিয়া মনে করে, তাই শ্রুতি সকলকে সাবধান করিয়া বলিলেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নি।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

অর্থাৎ যিনি রূপাদি-বর্জিত, তাঁহাকে চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য কিরূপে প্রকাশ করিবেন? যিনি মনের অগোচর, মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র তাঁহাকে প্রকাশ করিবেন কিরূপে? তাঁহাকে যখন সূর্য্য ও চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারেন না, তখন তারকা ও বিদ্যুতের পক্ষে তাঁহাকে প্রকাশ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উনি স্বয়ং-প্রকাশ—নিজের জ্যোতিতে স্বয়ং প্রকাশিত থাকেন। তাঁহার জ্যোতিতেই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়। তাঁহার চৈতন্য ও সত্তা দ্বারা চরাচর জগৎ জ্ঞান-ক্রিয়া-রূপ দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে —এই বলিয়া শ্রুতি সেই রূপের পরম জ্যোতিভাব নির্দ্দেশ করিয়া তাহাতে ভৌতিকত্ব-স্পর্শের নিষেধ করিয়াছেন। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বলিয়া বেদ ভগবান্ যাঁহার আভাস-মাত্র দিয়াছেন, সেখানে নাম আরোপের সম্ভাবনা কোথায়? তিনি বাঙ্‌মনশ্চক্ষুর অগোচর,—অরূপী,অনামীর স্বরূপ বস্তুতঃ কোন কল্পিত নামের দ্বারা প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোনও নাম নাই এবং তিনি কি বা কেমন তাহাও বলিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপায় নাই ; কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে 'তাহা তাহাই'— "তৎ তদেব, তদেব তৎ"। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩৩৪।৩১) বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ অরূপী—রূপবর্জ্জিত—তাঁহার কোন রূপ নাই ; পরন্তু, ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে তাঁহার যে যে অনূপ রূপ প্রিয় লাগে, ভগবানের রূপ সেইরূপ হয়—"তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবং-স্তব। যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ"॥

'গীতা'তে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও "যৎ তৎ" এর আশ্রয় লইয়াই নিজের তাঁহার সেই স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"অবিনাশি তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্" অর্থাৎ যাঁহার দ্বারা এই সংপূর্ণ জগৎ (স্বর্ণদ্বারা বলয়াদিবৎ) ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহাকে অবিনাশি—নাশ-রহিত জানিও॥ "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে যথাশাস্ত্র দণ্ডবৎ প্রণাম, কোথা হইতে আমার এই সংসার, কিরূপেই বা সংসার-নিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা ও তাঁহাদিগের শুশ্রূষা দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ কর॥ "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্" অর্থাৎ জ্ঞানযোগিগণ দ্বারা যে পরমপদ লব্ধ হয়॥ "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—যাহা পাইলে অপর কোন লাভকে তদাপেক্ষা অধিক মনে করেন না, যেহেতু, আত্মানন্দই পরম সুখকর ইহা শ্রুতিবাক্য॥ "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি"—বেদার্থবিদ্‌গণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন॥ "অনাদি যৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে"—আদি-রহিত পরংব্রহ্ম অকথনীয়, অতএব তাঁহাকে 'সৎ' কিম্বা 'অসৎ' কিছুই বলা যায় না॥ "ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ"—তৎপরে যেপদ (ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব) পাইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, সংসারের মূলভূত সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু অন্বেষণ করিবে॥ "গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ'—দ্বন্দ্বাতীত জ্ঞানীগণ সেই অবিনাশি পরমপদ প্রাপ্ত হন॥ "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" যোগিগণ যে পদ প্রাপ্ত হইলে, আর পুনর্ব্বার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না, তাহাই আমার পরম স্বরূপ॥

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যও "যৎ তৎ" শব্দের সাহায্য লইয়াই ভগবানের সেই স্বরূপকে অপরের বোধগম্য করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—

"যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎ সুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্‌জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥
যদ্‌দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্‌ভূত্বা ন পুনর্ভব।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥"

অর্থাৎ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পর আর কিছুই প্রাপ্তব্য শেষ থাকে না, যে সুখ লব্ধ হইলে পর আর কোনও সুখ-প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে না, যে জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর কিছুই নাই, যাঁহাকে দেখিলে পর আর দেখিবার জন্য বাকী কিছুই থাকে না, যে স্বরূপ লাভ হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না এবং যে তত্ত্বের জ্ঞান হইলে আর কিছুই জানিবার শেষ থাকে না—তাঁহাকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া নিশ্চয় কর॥ বর্ণনার অবিষয়ীভূত কেবলমাত্র অনুভূতি-স্বরূপ, স্বানুভূতি-গম্য এই স্বরূপকে শ্রীমৎ আচার্য্যপাদ শ্রীশঙ্কর "নিজ বোধরূপং" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাস্তবিকই সে স্বরূপ বর্ণনার বিষয় নহে, তাহা কেবলমাত্র স্বানুভূতি-গম্য; অথবা অনুভূতিই তাহার প্রকৃত স্বরূপ, তাই উপনিষদে বলা হইয়াছে—"অনুভূতিময়ং তস্মাৎ সারং ব্রহ্মেতি কথ্যতে'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বজিজ্ঞাসু উদ্ধব, ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানিবার জন্য শ্রীভগবচ্চরণে শরণ নিয়াছিলেন। অধিকারী শিষ্যকে শ্রীভগবান্ তাঁহার সেই স্বরূপ অনুভব করার যে প্রকৃষ্ট পন্থা, সাধনা বা উপায়, তাহা উপদেশ দিয়া, তাঁহাকে বদরিকাশ্রমে যাইয়া সেই সাধনা অভ্যাস দ্বারা সমাধি-অভ্যাস করিতে আদেশ দেন এবং উদ্ধবও তাঁহার আদেশে বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক সেই সাধনা অভ্যাস করিয়া সমাধিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন—

"বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য হরিমীজে সমাধিনা"।

ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল ১২৯ সূক্তে এই পরমতত্ত্বের বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং, নাসীদ্ রজো নো ব্যোম পরো যৎ। কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্ম, ন্নভঃ কিমাসীদ্ গহনং বনম্॥ ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি, ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং, তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস॥"—যে অবস্থায় জগতের প্রকাশ ছিল না, সেই প্রলয়দশাতে স্থিত জগতের মূলকারণ 'অসৎ' অর্থাৎ শশশৃঙ্গবৎ অলীক-নিঃস্বরূপ-শূন্য ছিল না, কারণ তাদৃশ অলীক কারণ হইতে সত্তাবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না; সেই মূলকারণ 'সৎ'ও ছিল না অর্থাৎ আত্মা যেরূপ পারমার্থিক সৎ-রূপে নির্ব্বাচ্য হয়, সেরূপ ছিল না। অভিপ্রায় এই যে, যাহা ছিল, আছে এবং থাকিবে অর্থাৎ যাহা ত্রিকালেই বিদ্যমান থাকে—যাহার কোন কালেই বাধ—অভাব হয় না—তাহাকে 'পারমার্থিক সৎ' বলে। জগতের কারণ সেরূপ নহে, কারণ তাহা ছিল এবং বর্ত্তমানেও আছে, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইলে সেই কারণের নিবৃত্তি হইয়া যায় অর্থাৎ উহা বাধযোগ্য। এই হেতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহাকে 'অনন্ত সৎ' বলা যায় না। তবে কি তাহা কিছুই নহে—অলীক মাত্র—অত্যন্ত অভাবরূপ? না, এরূপও বলা যায় না। সৎ ও অসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাবের হইলেও, ভাব ও অভাব-স্বরূপ ঐ উভয়ের একত্র একই সময়ে অবস্থান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু উভয়ের অভেদভাব কিরূপে হইবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে,—এখানে অভেদভাব কিরূপে হইবে? ~~এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে,~~—এখানে অভেদভাব বিবক্ষিত নহে। ঐ কারণ-বস্তু সৎ ও অসৎ উভয় হইতেই ভিন্ন। সৎ অথবা অসৎ কোন ভাবেই উহার পরিচয় অসম্ভব; সুতরাং উহাকে 'অনির্বাচ্য' বলা হয়।

যদি বলা হয়, "নো সৎ" অর্থাৎ সৎ ছিল না,—এই বলিয়া কি পারমার্থিক সত্তার নিষেধ করা হইয়াছে? তাহা হইলে তো আত্মাও অনির্বাচ্য হইয়া পড়েন। না, তাহা নহে অর্থাৎ আত্মা অনির্বাচ্য নহেন, কারণ "আনীদবাতম্" ইত্যাদি মন্ত্রে আত্ম-সত্তার উল্লেখ হইবে। অতএব পারিশেষ্য ন্যায়ে অর্থাৎ গত্যন্তর না থাকাতে, মায়ারই পারমার্থিক সত্তার নিষেধ হইতেছে। এ কথাও ঠিক নহে, কারণ তাহা হইলে "তদানীম্" অর্থাৎ তৎকালে—এই বিশেষণ নিরর্থক হইয়া যায়, যেহেতু ব্যবহার-দশাতেও মায়ার পারমার্থিক সত্তা থাকে না। অভিপ্রায় এই যে, এস্থলে কোন সত্তার নিষেধ করা হইতেছে না, কিন্তু অনির্বাচ্য মায়ার প্রতিপাদনই এখানে অভীপ্সিত। পুনঃ যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে,—ব্যবহারিক সৎ-রূপ পৃথিবী প্রভৃতি ভাব-পদার্থসমূহ বিদ্যমান সত্ত্বেও কিরূপে "নোসৎ" বলিয়া উহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষেধ করা হইল? ইহার উত্তর এই যে,—"নাসীদ্ রজঃ" লোকসমূহও ছিল না। যাস্কমুনি-লিখিত 'নিরুক্ত' নামক বৈদিক অভিধানে 'রজঃ' শব্দের অর্থে পৃথিবী আদি লোক বলা হইয়াছে। এস্থলে "রজঃ" শব্দ জাতিবোধক হওয়াতে একবচনের প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ 'রজঃ' শব্দ লোকমাত্রের বোধক। 'ব্যোম'এর কথা আগে বলা হইবে, এইকারণে প্রথমতঃ পাতালাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত ছিল না,—এই কথাই বলা হইয়াছে। এবং ব্যোম—অন্তরিক্ষও ছিল না। অন্তরিক্ষের উপরে স্বর্গলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত কিছুই ছিল না। ইহা দ্বারা চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপতঃ নিষেধ করা হইয়াছে। অনন্তর উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের আবরকরূপে পুরাণাদি-প্রসিদ্ধ আকাশাদি ভূতসমূহ এবং আবরণ করিবার নিমিত্ত তাহারা কোথায় থাকিয়া আবরণ করিবে,—ইত্যাদি সংশয় উত্থাপিত করিয়া ক্রমে ক্রমে উহার নিবৃত্তি করা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে,—এরূপ কোন আবরণীয় তত্ত্ব কি ছিল, যাহাকে আবরক ভূতসমূহ আবরণ করিয়াছিল? উত্তরে বলা যায়,—যাহাকে আবরণ করিবে, এরূপ বস্তুর অভাব-হেতু আবরকও ছিল না। 'আবরীবঃ' পদ—আঙ্-পূর্ব্বক বৃ ধাতুর লঙ্ তিপের বৈদিক প্রয়োগ। অথবা 'কিম্' শব্দ প্রথমান্ত। সেই আবরক তত্ত্ব কি, যাহাকে আবৃত করিবে? আবরণের বিষয় যেরূপ ছিল না, সেরূপ আবরণ-কারীও বস্তুতঃ ছিল না। আবরণ-কারী সেই তত্ত্ব কোন্ স্থানে থাকিয়া আবরণ করিবে? আধারভূত সেরূপ স্থানই ছিল না। কোন্ জীবের সুখ-দুঃখ ভোগের জন্য উক্ত আবরক তত্ত্ব আবরণ করিবে? জীবের উপভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি। সৃষ্টি-দশায় জীবের ভোগের নিমিত্ত ভূতসমূহ দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ হইতে পারে, এ কথা সত্য, কিন্তু প্রলয়-দশাতে উপাধির লয় হওয়া হেতু জীবসমূহ লীনভাবে থাকে; সুতরাং কাহাদের ভোগের জন্য উক্ত আবরক-তত্ত্ব আবরণ করিবে? অতএব, কারণের অভাবে আবরণ অসম্ভব। ইহা দ্বারা ইহাই কথিত হইল যে,—ভোগ্য পদার্থসমূহের ন্যায় তৎকালে ভোক্তা জীবেরও প্রকাশ ছিল না। যদ্যপি সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের নিষেধ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জলেরও নিষেধ হইয়াছে, তথাপি "আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭-১-৫-১) এই শ্রুতিতে, প্রথমে জল ছিল, এইরূপ উল্লেখ থাকাতে, যদি কেহ প্রলয়কালেও জলের সত্তা স্বীকার করে, এই কারণে উক্ত শঙ্কাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,—উক্ত অবস্থাতে অতল দুষ্প্রবেশ জলরাশি কি ছিল? অর্থাৎ জলও ছিল না। "আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ"—এই শ্রুতি অবান্তর প্রলয়বিষয়ক অর্থাৎ আকাশাদি ক্রমে সৃষ্টিকালে পৃথ্বী-সৃষ্টির পূর্ব্বে জল বিদ্যমান ছিল।

প্রলয়কালে সংহার-কর্ত্তার প্রয়োজন হয়। অতএব সেই সময় সংহর্ত্তা মৃত্যু ছিলেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিলেন— "ন মৃত্যুরাসীৎ"—না, সে সময় মৃত্যু ছিলেন না।

প্রশ্ন—তাহা হইলে, মৃত্যুর অভাবে কি সে সময় প্রাণিদিগের অমরণ-অবস্থা ছিল?

উত্তর—"অমৃতং ন তর্হি"—না, সেই প্রলয়াবস্থায় অমৃতও ছিল না। অভিপ্রায় এই যে, সমূহজীবের ভোগ-হেতুভূত পরিপক্ব কর্ম্মসমূহ যখন উপভোগ দ্বারা ক্ষীণ হইয়া যায়, তখন ভোগের অভাব-হেতু জগতের ব্যক্তাবস্থা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার ফলে পরমেশ্বরের মনে সংহারেচ্ছা উদয় হয়। জগতের সংহারের নিমিত্তই মৃত্যুর প্রয়োজন। যে অবস্থায় জগতই থাকে না, সেই অবস্থায় সংহার-কর্ত্তা মৃত্যুরই বা প্রয়োজন কি? আর মৃত্যুর অভাবহেতু অমৃতত্বও কিরূপে থাকিবে? এই অভিপ্রায় প্রকট করিবার নিমিত্তই 'কঠ' শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনম্। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" ॥ (২।২৫) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাঁহার অন্নস্থানীয়, মৃত্যু যাঁহার ব্যঞ্জনতুল্য,—সেই ব্রহ্মকে প্রাকৃতবুদ্ধি প্রাণী কিরূপে জানিতে পারে?

প্রশ্ন—সেই অবস্থায় সকলের অধিকরণস্বরূপ কাল ছিলেন কি?

উত্তর—"ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ"—না, তখন কালের অনুমাপক রাত্রি এবং দিবসের জ্ঞান ছিল না, কারণ তখন দিন ও রাত্রির হেতুভূত সূর্য্য ও চন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন না। অহোরাত্রের নিষেধ দ্বারা মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর প্রভৃতি কালেরও নিষেধ করা হইল।

প্রশ্ন—তাহা হইলে, 'তর্হি', 'তদানীম্' ইত্যাদি কালবাচক প্রত্যয়ের প্রয়োগ কিরূপে করা হইয়াছে?

উত্তর—ইহা লাক্ষণিক প্রয়োগ। বর্ত্তমান অর্থাৎ প্রকট কালে নিষেধস্থলে যেমন কালদ্বারা বিশেষিত করা হয়, ঠিক সেইভাবেই প্রলয়কালে মায়াদ্বারা বিশেষিত করা হইয়া থাকে। উভয়স্থলেই বিশেষকত্বরূপ সাদৃশ্য থাকাতে, কাল না থাকিলেও, কাল-বাচক প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিবচন, যাহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই শ্রোতার ভাব ও অভাবরূপ দ্বৈতের সংস্কার রহিয়াছে; এইরূপ শ্রোতাকে বুঝাইবার জন্যই অর্থাৎ ভূত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালের সংস্কার-বিশিষ্ট শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতির ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ।

বলা হইয়াছিল,—আগে ব্রহ্মের পরমার্থ-সত্তার বিষয় বলা হইবে ;—অধুনা "আনীদবাতম্" বলিয়া তাহাই দেখান হইতেছে।

সেই সর্ব্ববেদান্তপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাণন করিয়াছিলেন অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—প্রাণনের কর্ত্তা তো জীব, সুতরাং তখন জীবভাবাপন্ন ব্রহ্মসত্তাই ছিলেন, বিবক্ষিত বিরুপাধিক ব্রহ্মসত্তা ছিলেন না, যেহেতু "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুদ্ধঃ" এই শ্রুতিতে নিরুপাধিক ব্রহ্মের প্রাণের সহিত সম্বন্ধ-রাহিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

উত্তর—হাঁ, এস্থলেও 'অবাতম্' পদদ্বারা এই কথাই উক্ত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, "আনীৎ" শব্দ দ্বারা 'অন্' ধাতুর অর্থ যে ক্রিয়া, উহার যে কর্ত্তা এবং অতীত কালের সহিত উহার যে সম্বন্ধ— এই অর্থত্রয়ই প্রতীত হইতেছে। আগ্নেয় যাগে পুরোডাশ-বিষয়ক বাক্যে যেমন 'আগ্নেয়োঽষ্টকপালঃ' বলিয়া আগ্নেয় যাগ, অগ্নিদেবতা এবং অষ্টকপালনিষ্পন্ন পুরোডাশ, এই সকলের বিধান করা হইয়াছে, সেইরূপ এখানে "আনীৎ" পদদ্বারা ব্রহ্মসত্তাসম্বন্ধে সংপূর্ণ বিধান করা হয় নাই। পরন্তু অগ্নিহোত্র যাগে 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ' এই বাক্যে বিহিত অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুবাদ করিয়া 'দধ্নাজুহোতি' এই বাক্য দ্বারা যেমন দধিমাত্র গুণের বিধান করা হইয়াছে, এস্থলেও ঠিক সেই প্রকার জীবগত কর্ত্তৃত্বের অনুবাদ করিয়া 'অতীতকালে ছিল' এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মসম্বন্ধে ভূতকালসত্তা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষণ গুণের বিধান করা হইয়াছে, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব-বিশিষ্ট জীবের ভূতকালসত্তা বিহিত হয় নাই।

শঙ্কা—প্রলয়াবস্থায় তাদৃশ নিষেধের প্রয়োজন হয় না। অতএব ইদানীন্তন কর্ত্তৃত্বোপলক্ষিত নিরুপাধিক পরব্রহ্মেরই ভূতকালসত্তা বিহিত হইয়াছে, এইরূপ বলিলে আর কোন দোষ থাকে না। যদি বলা হয় যে, শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত মায়ার সম্বন্ধ না থাকাতে, সাংখ্যদর্শনে যে সৎস্বরূপা, স্বাধীনা (পুরুষাধীনা নহে), সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী মূল প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে সেই প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে,—অতএব "নো সৎ" প্রলয়াবস্থায় 'সৎ' ছিল না,—এই বলিয়া 'সৎ'এর নিষেধ কিরূপে করা হইয়াছে?

উত্তর—না, এস্থলে সাংখ্যোক্ত মূল প্রকৃতির কথা বলা হয় নাই। 'তৎ' সেই ব্রহ্ম 'স্বধয়া' মায়ার সহিত 'একম্' অভিন্নভাবে ছিলেন। 'স্বস্মিন্ ধীয়তে আশ্রিত্য বর্ত্ততে' এই ব্যুৎপত্তি হইতেও জানা যায় যে, স্বধা—মায়া—পরমপুরুষের অধীন থাকেন। যদিও নির্লিপ্ত ব্রহ্মের মায়ার সহিত সম্বন্ধ সম্ভব নহে, তথাপি অবিদ্যাবশতঃ যেমন শুক্তি ও রজতের কল্পিত সম্বন্ধ হয় এবং ব্রহ্মে অবিদ্যা স্বয়ং কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত মায়ার সম্বন্ধও কল্পিত। ইহা দ্বারা মায়ার সৎ-স্বরূপতা প্রত্যাখ্যাত হইল।

শঙ্কা—সে সময়ে যেরূপ মায়া অনির্ব্বচনীয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রহ্মকেও অনির্বাচ্য বলা হউক; অতএব "আনীদবাতম্" পদে ব্রহ্ম-সত্তা কিরূপে বলা হইয়াছে? দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম-সত্তা থাকিলে মায়ার সত্তাও স্বীকার করা কর্ত্তব্য। মায়ার সত্তা স্বীকার না করিলে "নো সদাসীৎ" পদদ্বারা মায়া-সত্তার প্রতিষেধ কিরূপে হইবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর—না, এরূপ বলা ঠিক নহে। বিচার-দৃষ্টিতে না দেখিবার দরুণই ব্রহ্ম এবং মায়া অভিন্নরূপে প্রতীত হয়, পরন্তু বিচার-দৃষ্টিতে দেখিলে মায়ার অনির্বাচ্যতা এবং ব্রহ্ম-সত্তা প্রতিপাদিত হয়।

প্রশ্ন—দ্রষ্টা এবং দৃশ্য, এই পদার্থদ্বয়কে "আনীদবাতম্" অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং স্বধা অর্থাৎ মায়া স্বীকার করিয়া নিলে পর আর কি অবশেষ থাকিয়া যায়, যাহা "নাসীদ্ রজঃ" ইত্যাদি পদদ্বারা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে?

উত্তর—ঐ মায়া এবং ব্রহ্ম ভিন্ন ভূত, ভৌতিক কিছুই ছিল না।

প্রশ্ন—ইতর সত্তার নিষেধ হইতে পারে না, যেহেতু অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রতিষেধ অসম্ভব।

উত্তর—"পরঃ" অর্থাৎ সৃষ্টির পরের বিদ্যমান জগৎ সেই অবস্থায় ছিল না। অন্যথা, অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ মানিলে পর কোন কিছুরই নিষেধ হইতে পারে না।

নিখিল নিষেধের অবধিরূপ, নিখিল কল্পনার অধিষ্ঠান চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরমরূপ—আত্মরূপ। গুণাতীত এবং নিরাকার স্বরূপই ভগবানের পরমরূপ; ঐ রূপ কার্য্য-কারণের অতীত। উহা যাহা তাহাই, সদা তাহাই থাকে। 'বাইবেলে' বলা হইয়াছে—মোজেস ঈশ্বরকে বলিতেছেন,—"যখন ইসরাইলের পুত্রগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে 'তুমি যে আমাদিগের পিতৃপুরুষগণের ঈশ্বরের কথা বলিতেছ, তাঁহার নাম কি? তাঁহার পরিচয় কি?' তখন আমি তাহাদিগকে কি উত্তর দিব?" ঈশ্বর তদুত্তরে বলিলেন "আমি যা তাই"। কি সুন্দর গম্ভীর অর্থব্যঞ্জক উক্তি!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোপাধিকভাবে অর্থাৎ কল্পিত বুদ্ধিআদি-উপাধিযুক্ত হইয়া এবং নিরুপাধিক ভাবে অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়াদির অতীত চিন্মাত্ররূপে সেই পরমরূপ—পরমতত্ত্ব—পরমানন্দ বাস্তবিকই 'অস্তি' আছেন,—এইভাবে নিশ্চয়পূর্ব্বক উপলব্ধ হইয়া থাকে—"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ" (কঠোপনিষৎ, ২।৩।১৩)। চৈতন্যই ভগবানের পরমরূপ। অজ্ঞানবশ সৃষ্টি আদি ইন্দ্রজালের সমান তাঁহা হইতে প্রকট হইয়া কেবল অজ্ঞান-দৃষ্টিতেই তাঁহাতে অধ্যস্ত হয়; জ্ঞানদৃষ্টিতে উক্ত আরোপও আকাশ-কুসুমবৎ মিথ্যা। উহা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের অবিষয়, নির্হেতুক, অনাদি, স্থূলতা এবং শুক্লতাদি বস্তুধর্ম্ম-রহিত, চক্ষু-রহিত, শ্রোত্র-রহিত, হস্তপাদাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়-বর্জিত, বিনাশ-পরিশূন্য, ত্রিকাল-বিদ্যমান, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপক, শব্দাদি গুণ-রহিত, গুণাতীত অতএব ক্ষয়-রহিত, এবং কল্পিত সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের অধিষ্ঠানরূপ—"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিম্"॥ সেই পরমরূপের উপর দেবতাদের নিয়ামক কালেরও কোন প্রভুত্ব চলে না; এতএব ইহা না বলিলেও চলে যে, দেবতাবৃন্দ সাংসারিক প্রাণিসকলের নিয়ন্ত্রণকারী হইয়াও নিজেদের প্রভাব সেই পরমরূপের উপর চালাইতে পারেন না। তাঁহাতে সত্ত্বগুণেরও স্থান নাই, অতএব রজ এবং তমোগুণের আর কি কথা? তাঁহাতে অহং-তত্ত্ব (বিকার), মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি-তত্ত্বেরও অস্তিত্ব নাই। উক্ত পরমপূজ্য ভগবৎ-স্বরূপকে যোগীজন 'নেতি, নেতি' বিচারদ্বারা তাঁহা হইতে ভিন্ন কল্পিত পদার্থসমূহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যপ্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয় দ্বারা প্রতিক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া থাকেন; উক্ত পরমরূপকে—পরমতত্ত্বকে —'বিষ্ণুর পরমপদ' "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"ও বলা হইয়া থাকে—"ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ, কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে। ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ, ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্॥ পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্, যন্নেতি নেতীত্যেত-ত্তুৎসিসৃক্ষবঃ। বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে"॥ (শ্রীভাগবত, ২।২।১৭, ১৮) এই পরমতত্ত্বের উপদেশ স্বয়ং শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে করিয়াছিলেন—"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্"॥ (২।৯।৩২) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই আমি ছিলাম, দ্বিতীয় আর কিছুই ছিল না। সে সময় অদ্বিতীয়, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার আমিই কেবল ছিলাম, কোনপ্রকার ক্রিয়া ছিল না এবং আমি ভিন্ন সৎ অর্থাৎ কার্য্যাত্মক স্থূল ভাব এবং অসৎ অর্থাৎ কারণাত্মক সূক্ষ্মভাবও ছিল না আর উভয়ের কারণস্বরূপ প্রধানও অন্তর্মুখ হইয়া আমাতে সুপ্ত ছিল। যেস্থানে সৃষ্টি নাই অর্থাৎ সৃষ্টির অতীত অবস্থায়ও কেবলমাত্র আমিই থাকি এবং এই সৃষ্টিরূপে যাহা কিছু প্রতীত হইতেছে, তাহাও আমি। অর্থাৎ এই প্রপঞ্চ-বিস্তার বস্তুতঃ আমা হইতে অভিন্ন; আবার প্রলয়-কালে এই সৃষ্টি না থাকিলে পর যাহা থাকিবে, তাহাও আমিই। অর্থাৎ সমস্ত লীন হইলে পর একমাত্র সৎস্বরূপ আমিই অবশেষ থাকি॥ এই গুণাতীত, কালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিকার, শান্ত, অনাদি, অদ্বিতীয়, সদা পরিপূর্ণস্বরূপ পরমরূপের বর্ণন-প্রসঙ্গে মাতা দেবকী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তুতি করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম্। সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং সত্ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ" ॥ (১০।৩।২৪) অর্থাৎ হে প্রভো! বেদসমূহ আপনার যে রূপকে অব্যক্ত এবং সকলের কারণ বলিয়াছেন, যাহা অনন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ, যাহা সমস্তগুণ-রহিত এবং বিকার-বিহীন, যাহা নির্বিশেষ—বিশেষণ-রহিত—অনির্বচনীয় ও নিষ্ক্রিয় এবং বিশুদ্ধ সত্তারূপে বিরাজিত, বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশক সেই বিষ্ণু আপনি স্বয়ংই ॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় রূপের নাম 'বিরাট্' বা 'বিশ্বরূপ'। ব্যষ্টি সৃষ্টির সমষ্টিভূত অবস্থাই বিরাট্; এই বিরাট্ হইতেই সমস্ত সৃষ্টির উদ্ভব হয়—"সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত"। পাতাল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক-পর্য্যন্ত দেশের নাম ব্রহ্মাণ্ড। এইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সেই বিরাট্ পুরুষের প্রতিলোমকূপে ভাসিতেছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র আদি দেবগণ আছেন। অতএব উক্ত বিরাট্ পুরুষে অসংখ্য ব্রহ্মাদি বর্ত্তমান—"প্রত্যেক লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ। প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেবং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥" এই বিরাট্ দৃশ্যভাব আছে বটে, কিন্তু উহা কেবল শ্রীভগবদনুগ্রহে দিব্যচক্ষু লাভ হইলে, সেই দিব্য দৃষ্টিদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়—উক্ত বিরাট্ রূপ স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের এই বিরাট্রূপের বিশেষ বর্ণন 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত যখন ভগবান্ সংক্ষেপে স্বকীয় দিব্য বিভূতির বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আর অধিক জানিয়া কি হইবে? তুমি এইটুকু জানিয়া রাখ যে, এই সমগ্র জগৎ আমার এক অংশমাত্রে অবস্থিত—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতং জগৎ॥"
(ভীষ্মপর্ব্ব, ৩৪।৪২ (গীতা, ১০।৪২)।

ভগবানের এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন ভগবানের সেই ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে সন্দেহের উদয় হইল যে, তিনি সেই রূপ দর্শনের অধিকারী কি না। তাই পুনরায় বলিলেন,—'হে প্রভো, যদি সেই আপনার রূপ দর্শন করিবার শক্তি (অধিকার) আমার থাকে, ইহা যদি আপনি মনে করেন, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর! আপনি আপনার সেই অবিনাশী স্বরূপ আমাকে প্রদর্শন করুন—

"মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর, ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥"
(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব, ৩৫।৪ (গীতা, ১১।৪)।

অর্জ্জুনের এই প্রকার আগ্রহ-সমন্বিত প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ স্বকীয় বিরাট্ রূপ প্রকট করিয়া বলিলেন,—হে পার্থ! আমার অলৌকিক, [এক হইলেও স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদে নানারূপে প্রতীয়মান] নানাবিধ, নানাবর্ণ ও বিবিধ আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত, সহস্র সহস্র রূপ দর্শন কর—

"পশ্য মে পার্থ, রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানা বিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥"
মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব, ৩৫।৫ (গীতা, ১১।৫)

কিন্তু অর্জ্জুন তাহা দেখিতে পাইলেন না; তাই দয়াপরবশ হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন,—তুমি তোমার নিজের প্রাকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চর্ম্মচক্ষুদ্বারা [বিশ্বরূপাত্মক পরিমাণাতীত] আমার এই রূপ দেখিতে পাইবে না ; সেইজন্য আমি তোমায় দিব্যচক্ষু (জ্ঞাননেত্র) দিতেছি, তুমি এক্ষণে আমার ঐশ্বর্য্যময়রূপ দর্শন কর—আমার অসাধারণ অঘটন-ঘটনা-সামর্থ্য দেখ—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥"

মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব, ৩৫।৮ (গীতা, ১১।৮)।

লব্ধদিব্যদৃষ্টি অর্জ্জুন তখন ভগবানের সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শন করতঃ বিস্ময়ান্বিত ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া স্বয়ংপ্রকাশ বিশ্ব-রূপধর নারায়ণকে মস্তকদ্বারা প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে দেব, তোমার দেহে সমুদায় দেবগণ, বিভিন্ন প্রাণিসমূহ, নারদ-সনকাদি দিব্য ঋষিগণ, অনন্ত-তক্ষকাদি সর্পগণ, তোমার নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মা এবং দেবতাগণের ঈশ্বর মহাদেবকে আমি দেখিতেছি। হে নিখিল বিশ্বের প্রভো! তোমাকে অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ ও নেত্র-বিশিষ্ট দেখিতেছি ; তোমার রূপের অন্ত নাই—তোমাকে সর্ব্বব্যাপিরূপে দেখিতেছি। হে বিশ্বরূপ ! তুমি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তোমার অন্ত, মধ্য ও আদি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥"

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব, ৩৫।১৫,১৬। গীতা, ১১।১৫,১৬)

শ্রীভাগবতে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে মাতা যশোদাও তাঁহার বিরাট্ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একদিন গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলা করিতে করিতে তাঁহাকে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে দেখিয়া সেই কথা মাতা যশোদাকে বলিয়া দিল। বলরামও তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। শুনিবামাত্র রাণী যশোদার ভয় হইল, কি জানি, মৃত্তিকাভক্ষণে কানাইয়ের কোন রোগ না হয়। তিনি ছুটিয়া গিয়া কানাইএর হাত ধরিয়া ধমক দিয়া বলিলেন,—তুমি বড়ই দুষ্ট হইয়াছ, মাটী খাইয়াছ কেন? শ্রীকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু যশোদা পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা-ভক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই; ইহারা সকলে তোমার নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছে; যদি আমার কথায় তোমার বিশ্বাস না হয়, ইহাদের কথাই সত্য বলিয়া মান, তবে আমি মুখ খুলিতেছি, তুমি দেখ—

"নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্ ॥"

(শ্রীভাগবত, ১০।৮।৩৫)

যশোদা রাণী শ্রীকৃষ্ণের বচনে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—বেশ কথা, তুমি মুখ খোল, আমি দেখি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাতার আদেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের মুখ খুলিলেন। যশোদা সেই মুখের ভিতরে চরাচর সমগ্র বিশ্ব অবস্থিত দেখিলেন। আকাশ, দিক্, পর্ব্বত, দ্বীপ এবং সমুদ্র-যুক্ত সমস্ত পৃথিবী ; প্রবহমান বায়ু, বিদ্যুৎ, অগ্নি, চন্দ্র এবং তারকাবৃন্দ সহ সংপূর্ণ জ্যোতিমণ্ডল ; জল, তেজ, পবন, আকাশ, বৈকারিক অহঙ্কারের কার্য্য দেবতা, মন, ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং গুণত্রয় শ্রীকৃষ্ণের মুখের ভিতরে দেখিলেন—"সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ। সাদ্রিদ্বীপাব্ধি-ভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দুতারকম্॥ জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ। বৈকারিকানীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ॥" (শ্রীভাঃ ১০।৮।৩৭,৩৮) মাতা যশোদা দিব্যদৃষ্টিতেই ভগবানের এই বিরাট্ রূপ দর্শন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, তাই আবার পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণের মায়াপ্রভাবে সমস্তই বিস্মৃতা হইয়া গেলেন—"ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ। বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং প্রভুঃ॥ সদ্যো নষ্টস্মৃতির্গোপী"

(শ্রীভাঃ, ১০।৮।৪৩,৪৪)

ভগবৎকৃপায় দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া দৈত্যরাজ বলিও নিজের ঋত্বিক, আচার্য্য এবং সদস্যগণের সহিত মহাবিভূতি-সম্পন্ন ভগবানের এই বিরাট্ রূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই রূপের ভিতর পৃথিবী, আকাশ, দ্যুলোক, পাতাল, মেঘ, তির্য্যক্‌যোনির প্রাণী, মনুষ্য, দেবতা, ঋষি, ত্রিগুণময় বিশ্ব প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তাঁহারা এই বিরাট্ রূপে ভূতপঞ্চক, দশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রা, অন্তঃকরণ চতুষ্টয় এবং জীব-সত্তা পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তদ্ বামনং রূপমবর্দ্ধতাদ্ভুতং হরেরনন্তস্য গুণত্রয়াত্মকম্।
ভূঃখং দিশো দ্যৌর্বিবরাঃ পয়োধর-স্তির্য্যঙ্-নৃ-দেবা ঋষয়ো
যদাসত ॥

কায়ে বলিস্তস্য মহাবিভূতেঃ সহর্ত্বিগাচার্য্যসদস্য এতৎ।
দদর্শ বিশ্বং ত্রিগুণং গুণাত্মকে ভূতেন্দ্রিয়ার্থাশয়জীবযুক্তম্ ॥"
(শ্রীভাঃ ৮।২০।২১,২২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আর একটি সাধারণ রূপ আছে, তাহা স্থূল-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানুষরূপ। এই মানুষরূপও আবার দ্বিবিধ; একটি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপ ও অপরটি মুরলীধর দ্বিভুজ রূপ। এই মনুষ্যরূপেই তিনি মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রজলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ-লীলা করিয়াছিলেন। অত্যুত্তম শুভ মুহূর্ত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় কংস-কারাগারে দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে প্রকট হইলেন, তখন সেই মায়া-মানুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পদ্মনেত্র, চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ছিলেন—

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্ ॥"
(শ্রীভাঃ, ১০।৩।৯)

বসুদেব সেই অদ্ভুদাকার শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার জ্ঞান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। মাতা দেবকীও নবজাত কুমারকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু মনে করিয়া তাঁহার স্তুতি করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া-প্রভাবে মাতৃস্নেহে অভিভূত হইয়া সন্তানের ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং পাছে ক্রূর কংস এই শিশুপুত্রকে তাহার নিধনকারী মনে করিয়া নিহত করে, এই আশঙ্কায় বিনীতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার শঙ্খচক্রগদাপদ্মবিশিষ্ট অলৌকিক চতুর্ভুজ রূপ গোপন করিতে অনুরোধ করিলেন—

"জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥
উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥"

(শ্রীভাঃ, ১০।৩।২৯,৩০)

অনন্তর, পুত্রবৎসলা জননীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর চক্ষের সমক্ষেই, নিজ যোগমায়াবলে সাধারণ বালকের ন্যায় দ্বিভুজাকার ধারণ করিলেন—

"পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ"।

(শ্রীভাঃ, ১০।৩।৪৬)

ভগবানের বাল্য ও কৈশোর লীলা এই দ্বিভুজ দেহেই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিহত করিলে কংসপত্নী অস্তি ও প্রাপ্তি তাঁহাদের পিতা মগধরাজ জরাসন্ধের নিকট গমন করিয়া নিজেদের দুর্দ্দশাবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জরাসন্ধ একে একে সপ্তদশবার মথুরা আক্রমণ করেন, কিন্তু প্রত্যেক বারেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নিকট পরাভূত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। পরে যখন জরাসন্ধ আর একবার মথুরা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সেই সময় মহাবলী কালযবন তিন কোটি ম্লেচ্ছসৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া মথুরা অবরোধ করেন। সেই সময় ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা যুবনাশ্বের পুত্র মুচুকুন্দ কর্ত্তৃক কৌশলে কালযবনকে ভস্মীভূত করাইয়া মুচুকুন্দকে দর্শন দিয়া ধন্য করিবার নিমিত্ত, প্রজাদিগের রক্ষণের জন্য বলরামকে মথুরাতে রাখিয়া, তাঁহার পরামর্শানুসারে গলদেশে বনমালা ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় নগরের সিংহদ্বার দিয়া একাকী পদব্রজে বহির্গত হন। তাঁহাকে দেখিয়া কালযবন নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, নারদ-কথিত-লক্ষণযুক্ত এই পুরুষই বাসুদেব। এই সময় কালযবন দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন তাহা চতুর্ভুজ—

"শ্রীবৎসবক্ষমং ভ্রাজৎ কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
পৃথুদীর্ঘচতুর্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্॥
নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎ সুকপোলং শুচিস্মিতম্।
মুখারবিন্দং বিভ্রাণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥
বাসুদেবো হ্যয়মিতি পুমান্ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।
চতুর্ভুজোঽরবিন্দাক্ষো বনমাল্যতিসুন্দরঃ।
লক্ষণৈর্নারদপ্রোক্তৈর্নান্যো ভবিতুমর্হতি।
নিরায়ুধশ্চলন্ পদ্ভ্যাং যোৎস্যেঽহনেন নিরায়ুধঃ॥"

(শ্রীভাঃ, ১০।৫১।২-৫)

শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে কালযবন ভস্মীভূত হইলে ভগবান্ মুচুকুন্দকে দর্শন দান কারন। মুচুকুন্দ তখন শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ দর্শন করেন, তাহাও চতুর্ভুজ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥"
(শ্রীভাঃ, ১০।৫১।২৪)

ভূমিপুত্র নরকাসুর ইন্দ্রজননী অদিতির দুই কুণ্ডল ও ইন্দ্রের ছত্র অপহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে অমরাদি হইতে স্থানচ্যুত করিলে, ইন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নরকাসুরের অত্যাচার-কাহিনী নিবেদন করেন। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে নরকাসুরের রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তৎপুত্র ভগদত্তকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। নরকাসুর নিহত হইলে তাঁহার মাতা ভূমি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

"নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্নমোঽস্তুতে ॥"
(শ্রীভাঃ, ১০।৫৯।২৫)

এস্থলেও দেখা যাইতেছে যে, নরকাসুর-বধকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ ছিল, তাহাও চতুর্ভুজ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন মিথিলায় ভক্ত শ্রুতদেব ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার চতুর্ভুজ ছিল। শ্রুতদেব নিজভবনে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ভক্তিভরে বহুভাবে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—শ্রুতদেব! জগতে ব্রাহ্মণ, জন্মগ্রহণমাত্রেই সমস্ত প্রাণীর শ্রেষ্ঠ হন। যদি তিনি তপস্যা, বিদ্যা, সন্তোষ ও আমার প্রতি ভক্তি এই সকলে সম্পন্ন হন, তবে তো সোণায় সোহাগা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার স্বকীয় এই চতুর্ভুজ দেহও আমার নিকট ব্রাহ্মণাপেক্ষা প্রিয়তর নহে ; কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদময় আর আমি সর্ব্বদেবময়—

"ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান্ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়া যুতঃ॥
ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ো হ্যহম্॥"

(শ্রীভাঃ, ১০।৮৬।৫৩, ৫৪)

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালেও শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ ছিলেন। অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্যবোধে দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চপুত্রকে নিশীথে গুপ্তভাবে হত্যা করার পর অর্জ্জুন যখন অশ্বত্থামাকে যুদ্ধে পরাজয় করতঃ বলপূর্ব্বক পশুবৎ বন্ধন করিয়া আনিয়া পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদীর সমক্ষে নিক্ষেপ করিলেন, তখন দ্রৌপদী গুরুপুত্রের এবম্বিধ অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া, অর্জ্জুনকে অনুনয় বিনয় সহকারে ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুকূল নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অপরপক্ষে ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার প্রাণবধের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী ও ভীমসেনের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সখা অর্জ্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যেন ঈষৎ হাস্যসহকারে তদবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য তাহার উপদেশ দিলেন—

"নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ।
আলোক্য বদনং সখ্যুরিদমাহ হসন্নিব॥"

(শ্রীভাঃ, ১।৭।৫২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ শেষ হইবার পরও শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ ছিলেন। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শয়ন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, দানধর্ম্ম প্রভৃতি বর্ণনা করিতেছিলেন। এদিকে ক্রমে ইচ্ছামৃত্যু-যোগিদিগের বাঞ্ছিত উত্তরায়ণ কাল উপস্থিত হইল। তখন ভীষ্ম নিজ বাক্যের উপসংহার করিয়া মনকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিলেন এবং সম্মুখস্থ চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহাতেই চিত্ত ধারণা করিলেন—

"তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণী
বিমুক্তসঙ্গং মন আদিপুরুষে।
কৃষ্ণে লসৎপীঠপটে চতুর্ভুজে
পুরঃস্থিতেঽমীলিতদৃগ্ ব্যধারয়ৎ॥"
(শ্রীভাঃ, ১।৯।৩০)

প্রভাসে আত্মকলহহেতু পরস্পর সংগ্রামে নিহত হইয়া যখন যদুকুল প্রায় নির্ম্মূল হইল, তখন বলরাম যোগাবলম্বনে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরমপদে লীন হইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলদেশে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া দক্ষিণ উরুর উপরিভাগে বামপদ স্থাপন পূর্ব্বক ধরাপৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গ হইতে অপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতিঃর প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার চতুর্ভুজ বিগ্রহের দিব্য কান্তিতে দশদিক প্রকাশিত হইয়া উঠিল,—মনে হইল যে ধূম-রহিত অগ্নি জ্বলিতেছে—

"রামনির্য্যানমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
নিষসাদ ধরোপস্থে তূষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণু প্রভয়া স্বয়া।
দিশো বিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্ বিধূম ইব পাবকঃ ॥"
(শ্রীভাঃ, ১১।৩০।২৭,২৮)

সুতরাং এই সময়েও শ্রীকৃষ্ণের রূপ চতুর্ভুজ ছিল।

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর অর্জ্জুন দ্বারকাবাসী বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরাভিমুখে আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে পঞ্চনদবাসী দস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করতঃ উৎকৃষ্ট কামিনীগণকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। অর্জ্জুন অবশিষ্ট কামিনীগণসহ ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হন। এই বৃত্তান্ত তিনি মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট বর্ণন করিবার সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পীতাম্বর পুরুষ আমার রথের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইয়া শত্রুসৈন্য সমুদয়কে দগ্ধ করিতেন, এই দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধের সময়ে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না—

"পুরুষশ্চাপ্রমেয়াত্মা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
চতুর্ভুজঃ পীতবাসা শ্যামঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥
যশ্চ যাতি পুরস্তান্মে রথস্য সুমহাদ্যুতিঃ।
প্রদহন্ রিপুসৈন্যানি ন পশ্যাম্যহমচ্যুতম্ ॥"
(মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব ৮।১৯।২১)

ব্যাসদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তরে বলিলেন, সেই চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার অবতরণ করিয়া তাঁহার দিব্য-লীলাশরীর পরিত্যাগ করতঃ স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রথস্য পুরতো যাতি যঃ স চক্রগদাধরঃ।
তব স্নেহাৎ পুরাণর্ষির্বাসুদেবশ্চতুর্ভুজঃ॥
কৃত্বা ভারাবতরণং পৃথিব্যাঃ পৃথুলোচনঃ।
মোক্ষয়িত্বা তনুং প্রাপ্তঃ কৃষ্ণঃ স্বস্থানমুত্তমম্॥"

(মহাভারত, মৌষলপর্ব্ব ৮।১৯।২৯,৩০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই ত্রিবিধ রূপের ধ্যান মনে রাখিলে তাঁহার বিবিধ বিচিত্র লীলাসমূহে কিঞ্চিৎমাত্রও সংশয় উদয় হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের মানবত্ব ও ভগবত্তা

(শ্রীভারতী—কার্ত্তিক, ১৩৪৭)

নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং
ভবচ্ছিদং স্বস্তয়নং সুমঙ্গলম্।
যো হ্যাত্মমায়া বিভবঞ্চ পর্য্যগাদ্
যথা নভঃ স্বান্তমথাপরে কুতঃ ॥
(শ্রীভাগবত ২।৬।৩৪ শ্লোক)।

আকাশ যেমন আপনার অন্ত আপনি জানে না, সেইরূপ যিনি আপনার মায়াবিভূতি—আপনার যোগমায়ার ঐশ্বর্য্য, আপনি পূর্ণরূপে জানেন কিনা সন্দেহ, অপরে তাঁহাকে কিরূপে জানিবে ? শরণাগতের সেই সংসার-নিবর্ত্তক, সেই সপ্রেম সুখপ্রদ, সেই পরম মঙ্গলময় পরমাত্মার শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি।

আমরা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করি। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে মানবত্ব ও ভগবত্তা, শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মতামতও গ্রহণ করিয়া থাকি। সুতরাং ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ন্যায় গীতাকে শ্রীকৃষ্ণোক্তিই মনে করিতেছি। পক্ষান্তরে, চৈতন্য প্রভৃতি ভক্ত দলের অভিপ্রায় মতে কৃষ্ণদেহের বিশিষ্টতাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার ; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,—

এবমেষ মহাবাহুঃ কেশবঃসত্যবিক্রমঃ।
অচিন্ত্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো নৈষ কেবল মানুষঃ ॥
মহাভারত শান্তি, মোক্ষ ১০৭ অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে ভীষ্ম বলিতেছেন,—এই কৃষ্ণ মানুষ হইলেও, কেবল মানুষ নহেন। অর্থাৎ উত্তপ্ত লৌহখণ্ড যেমন কেবল লৌহ নহে—অগ্নিও বটে, সেইরূপ এই মহাবাহু কেশব সত্যবিক্রম অচিন্ত্য পুণ্ডরীকাক্ষ (বিষ্ণু)। আমরা এইভাবে এক কৃষ্ণের মধ্যে মানবত্ব ও ভগবত্ত্বা এই উভয় ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি। এবং তদীয় দেহের স্বভাবকে পৃথক্ ধরিয়া সমস্যার মীমাংসা করিয়া থাকি। শাস্ত্র-জ্ঞানহীন মনুষ্যেরা উক্ত ভাবের কোন একটিকে মাত্র ধরিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ, গীতাতে বলিয়াছেন,—"সদসদহমর্জ্জুন।" অর্থাৎ সৎ অসৎ দুইই আমি। বাইবেলে পাইয়াছি,—"যত ভাল কার্য্য তাহা তুমি করাও, আর সমস্ত মন্দ কার্য্য আমি করিয়া থাকি।" খৃষ্টানের গড্ ও শয়তান দুই ব্যক্তি। কিন্তু হিন্দুর ভগবানে এই দুই ভাবই একাধারে নিহিত। সুতরাং যে ভগবান সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম্মরূপে বিরাজিত থাকেন, কলিতে তিনিই অধর্ম্মরূপী হইয়া দাঁড়ান। কাজেই ভগবানের একালের এই অবতারটি কলিতে অধর্ম্মাচরণ না করিবেন কেন? তাহা না হইলে যে যুগধর্ম্ম রক্ষা পায় না। ফলতঃ কলির সন্ধ্যাতে কৃষ্ণ, সামান্যশ্রেণীর অধর্ম্মই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণের অধর্ম্মাচরণ—মানবত্ব

এখনকার সত্যগোপনের দিনে, হিন্দু হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে অধর্ম্মাচারী বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে, সাধারণের বুদ্ধিতে কিরূপ অনুমিত হইবে, বলিতে পারি না—আমরা কিন্তু সত্যের অনুরোধে, শাস্ত্রের যথার্থ কথা প্রকাশ করা অতি আবশ্যক বলিয়া মনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছি। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের ১৬৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

কৃতে যুগে ধর্ম্ম আসীৎ সমগ্র
স্ত্রেতাকালে জ্ঞানমনুপ্রপন্নঃ।
বলঞ্চাসীদ্ দ্বাপরে পার্থ কৃষ্ণঃ
কলাবধর্ম্মঃ ক্ষিতিমেবাজগাম॥

অর্থাৎ হে পার্থ, বিষ্ণু সত্যযুগে পূর্ণধর্ম্মরূপে বিদ্যমান ছিলেন, ত্রেতাতে জ্ঞানরূপ প্রাপ্ত হইলেন, দ্বাপরে বলস্বরূপ হইয়াছিলেন, অধুনা কলিযুগে কৃষ্ণ, অধর্ম্ম হইয়াই ক্ষিতিতে আগমন করিয়াছেন। —আমরা ইহা জানিয়া, সত্য গোপন করিতে পারিতেছি না। শাস্ত্রে কলিযুগকে কৃষ্ণযুগও বলিয়া থাকে। (বরাহপুরাণ ৩০শ অধ্যায় নবম শ্লোক দ্রষ্টব্য)। রাম ত্রেতাযুগে বিষ্ণুর অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় অধর্ম্মাচরণ করিতে হয় নাই। যেহেতু তখন অধর্ম্মাচরণ করিবার প্রয়োজনও উপস্থিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ অধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া, তাহা কলিযুগের উপযুক্ত বলিয়া সমর্থনও করিয়াছেন। তিনি অন্যায় মতে দুর্য্যোধনের উরুতে গদাঘাত করার জন্য ভীমকে নিয়োগও করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বলরাম উত্থিত হইয়া বলেন যে,—"তদিদং ব্যাকুলং সর্ব্বং কৃতং ধর্ম্মস্য পীড়নাৎ।" অর্থাৎ ধর্ম্মকে পীড়িত করাতে সকল ব্যতিক্রম করা হইল। এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, "প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ।" অর্থাৎ কলিযুগ আসিয়াছে,—এদিকে ভীমেরও প্রতিজ্ঞা পালন করা হইল। এইরূপে দেখা যায়, শাস্ত্র—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণকে অধর্ম্ম বলিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাহাতে এই অধর্ম্মের অভিনয় এবং সমর্থন পর্য্যন্ত বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচরিত-প্রণেতা স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি. আই. ই. মহোদয় কৃষ্ণের দেহে অধর্ম্ম অথবা তাহাতে গীতা বলিবার যোগ্যতা উভয় প্রসঙ্গই লোপ করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রবাক্যের কতক বাদ দিয়া কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ম্লেচ্ছবিদ্যালাভের ফল। হিন্দু সমাজের জন্য এইরূপ একজনকে আদর্শ করার প্রয়োজনীয়তা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই।

কৃষ্ণ এখন আমাদের নিকট স্থূল শরীরে উপস্থিত নাই,—অথচ সেই কৃষ্ণ কীদৃশ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এদিকে কৃষ্ণের সমকালবর্ত্তী কাহাকেও জীবিত পাইতেছি না। কেবল কৃষ্ণ-চরিত-প্রকাশক শাস্ত্রই আমাদের নিকট উপস্থিত রহিয়াছে। এখন যদি সেই শাস্ত্র-বাক্যকে কাটিয়া ছাটিয়া কৃষ্ণকে মনের মত গড়িয়া পিটিয়া লই, তবে যে শ্রীকৃষ্ণও দুর্গেশনন্দিনী হইয়া পড়েন! আমরা বলি, কৃষ্ণচরিত্রকে আদর্শ করার জন্য এত কাটা-ছাটার আবশ্যক কি? শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণ-চরিত্রই তো এখন দেখিতেছি কলির কীর্ত্তিমানদিগের আদর্শ হইয়াছে। 'কর্ত্তাভজা', 'কিশোরীভজন' প্রভৃতি ব্যাপার, 'তুমি রাধা, আমি শ্যাম' কি কৃষ্ণ-চরিত্রের আদর্শে রচিত হয় নাই?

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণোক্তির বিশেষত্ব

আমরা কৃষ্ণ-চরিত্রে এত দোষ স্বীকার করিয়াও সেই কৃষ্ণের উক্তিকেই 'ভগবদ্গীতা' বলিয়া জানি। এবং দ্রোণপর্ব্বের পূর্ব্বোদ্ধৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোক গীতা না হইয়া, ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত কথাই কেন গীতা হইয়াছে, তাহারও বিশিষ্ট কারণ অবগত আছি। অতঃপর সংক্ষেপে সেই তত্ত্বই বলা যাইতেছে। পাঠকগণ, অশ্বমেধ পর্ব্বের ষোড়শাধ্যায়ে অনুগীতার আরম্ভ পাঠ করিয়া দেখিবেন। তথায় অর্জ্জুন অবকাশ মতে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

'যত্তদ্ভগবতা প্রোক্তং পুরা কেশব সৌহৃদাৎ।
তৎসর্বং পুরুষব্যাঘ্র নষ্টং মে ভ্রষ্টচেতসম্॥
মম কৌতূহলং ত্বস্তি তেষ্বর্থেষু পুনঃ পুনঃ।
ভবান্ চ দ্বারকাং গন্তানচিরাদেব মাধব॥

হে কৃষ্ণ, আমার প্রতি ভালবাসাবশতঃ তুমি যে গীতা বলিয়াছিলে, আমার দৌর্ব্বল্যবশতঃ সে সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি অচিরেই দ্বারকা গমন করিবে, এজন্য তোমার নিকট হইতে সে সকল কথা আর একবার শ্রবণ করিতে আমার পুনঃ পুনঃ কৌতূহল হইতেছে। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

'অবুদ্ধ্যানোগ্রহীর্যত্বং তন্মেস্থ মহদপ্রিয়ম্
ন চ সাদ্য পুনর্ভূবঃ স্মৃতি র্মে সম্ভবিষ্যতি।
পরং হি ব্রহ্মকথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া
ইতিহাসন্তু বক্ষ্যামি তস্মিন্নর্থে পুরাতনম্॥'

অর্থাৎ অবুদ্ধিবশতঃ তুমি যে সকল ধারণা করিয়া রাখিতে পার নাই, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। এক্ষণে আমার সেই স্মৃতি পুনরায় উদিত হইবারও সম্ভাবনা নাই। আমি তখন যোগযুক্ত হইয়া তন্ময়ভাবে পরব্রহ্ম বিষয়ক কথা বলিয়াছিলাম। অগত্যা সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবাপন্ন পুরাতন ইতিহাস আমি বলিতেছি। এতদুপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সে সমস্ত গীতার উদ্দেশ্যে কথিত হওয়ায় তাহার নাম 'অনুগীতা' হইয়াছে।

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের এই সকল ভৎ'সনাসূচক কথা পাঠ করিয়া আমার কোন সুহৃদ্ বলিয়াছিলেন, বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না, শ্রোতা অর্জ্জুন তাহা মনে রাখিতে পারেন নাই বলিয়া, তাহাকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না। বক্তা যাহা একবার বলিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় না বলিতে পারিবেন কেন?' একথার উত্তর এই যে, দৈবাদিষ্ট ব্যক্তি (medium) যে সকল কথা বলে, তাহার আবেশ ত্যাগ হইলে, সে পুনরায় তাহার কিছুই বলিতে পারে না। তাহা মনে রাখার জন্য শ্রোতার দায়ীত্বই বেশী। কৃষ্ণ, বিষ্ণুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে অবতার অর্থাৎ degrade হইয়াছিলেন, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে অনিচ্ছুক দেখিয়া তদীয় মোহ দূরীকরণার্থ শ্রীকৃষ্ণ যোগাবলম্বন করিলেন, এবং মনুষ্যাবস্থাতেই ক্ষণকালের জন্য বিষ্ণুভাবে পরিণত হইলেন, সুতরাং তৎকালের জন্য তিনি "বেদময়" ভগবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই "বেদমূর্ত্তির" স্মরণস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা বলেন। এজন্যই অনুগীতার উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকে গীতাকে "স্মৃতি" শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যও গীতাকে স্মৃতি বলিয়া প্রমাণে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণোক্তির ইহাই বিশেষত্ব। কৃষ্ণের অন্যান্য কথা তাদৃশ বিষ্ণু বা বেদময় ভাবের স্মৃতি নহে, এজন্য আমরা গীতার ন্যায় সে সকল কথার তাদৃশ মূল্য দেই না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগশাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়াবলম্বনে এখনও যে কোন ব্যক্তি যোগস্থ হইয়া স্মৃতি নিষ্কাষণ করিতে পারেন। পাতঞ্জলদর্শনে তেমনভাবের কথা আছে। যথা—"তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ।" ১ম পাদ ৪৩ সূত্রের ভাষ্যে উক্তভাবেই ব্যাসদেব স্মৃতি নিষ্কাষণ-প্রণালী প্রতিপাদন করিয়াছেন। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত ও পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র সকলও এইরূপেই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

ব্যাস-প্রসাদে গীতা-প্রকাশ।

অতঃপর গীতা সম্বন্ধে এক নূতন সমস্যা উঠিতেছে, তাহা এই—অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুগীতা কথা দ্বারা পাওয়া গেল,—যুদ্ধ সময়ে ভগবদ্গীতা কথিত হওয়ার পর, বক্তা কৃষ্ণ ও শ্রোতা অর্জ্জুন উভয়েই উহা পুনরায় স্মরণ করিতে পারেন নাই। এবং এক অর্জ্জুন ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ শ্রবণও করেন নাই। এমত অবস্থায় আমরা বর্ত্তমান সময়ে সেই ভগবদ্গীতা পাইতেছি কোন্ সোপান ধরিয়া? এই সমস্যার একমাত্র উত্তর—ব্যাস প্রসাদাৎ। আজকাল যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ সকল তার ও টেলিফোনের সাহায্যে ছাউনীতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হয়, তাহা অবগত হইয়াই সেনাপতি প্রভৃতিরা অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বে এই পদ্ধতি ছিল না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে থাকিয়াই, শিবিরস্থিত ধৃতরাষ্ট্রকে তাহা জ্ঞাপন করাইতেন। সঞ্জয় এইপ্রকার দূরদর্শন-সামর্থ্য পাইলেন কোথায়? একথারও একমাত্র উত্তর, ব্যাস-প্রসাদাৎ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব তপস্যা করিয়া ত্রিকাল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সেই সিদ্ধির ফল, কিয়ৎকালের জন্য সঞ্জয়ের প্রতি সংক্রমণ করিয়া দেওয়াতেই সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দিব্য চক্ষুতে দর্শন করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে উহা বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের নিকট গীতা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের ফণোগ্রাফবৎ, ব্যাসপ্রদত্ত সেই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার বলে, সঞ্জয় সেই সকলই ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধের অবসানে সেই শক্তি ব্যাসের নিকট প্রত্যাগত হয়, এবং তিনি যোগদৃষ্টি দ্বারা সেই অতীত ও বর্ত্তমান কালের ব্যাপারসমূহ প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া তাহা লক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ করতঃ শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট যে গীতা বলেন, এবং সঞ্জয় যাহা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিয়াছিলেন, এই উভয় ব্যাপারই ব্যাসমুনির দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ব্যাস মহাভারতের ভীষ্ম-পর্ব্বমধ্যে গীতাসম্বন্ধীয় প্রথমাধ্যায়ে তৎকালের যুদ্ধক্ষেত্রের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া, পরবর্ত্তী ১৭শ অধ্যায়ে কৃষ্ণের তাদৃশ যোগস্মৃতির কথাগুলি সন্নিবেশ করিয়াছেন। এইভাবেই সাত শত (৭০০) শ্লোক আঠার অধ্যায়ে গীতাসংকলন করা হইয়াছে। মহাভারতের অপরাপর কথাও ব্যাস এইরূপেই দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন পূর্ব্বক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দুর নিকট ব্যাসের এই প্রকার মাহাত্ম্য বিদিত থাকাতেই তাঁহারা ব্যাসের বাক্যের প্রতি এতটা নির্ভর করিতে পারিতেন।

এখনকার দিনে, বাহ্যপদার্থের প্রতি দৃষ্টির ফলে ফণোগ্রাফ আবিষ্কার হওয়াতে, শব্দ সকল ধরিয়া রাখা যায়। ফটোগ্রাফে ছবি উঠে। কিন্তু এই সকল যন্ত্র অন্তঃকরণের উপর কার্য্যকর হয় না। ব্যাসদেব যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা একাধারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দগুলি যেমন অবিকল ধরা যায়, তেমন চতুর্দ্দিকের ছবিও উঠিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্যের অন্তঃকরণের ভাবগুলিও তাহাতে প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে ব্যাসদেব নিজেই বলিয়াছেন,—

পরাশরস্মুত:শ্রীমান্ ব্যাসো বাক্যমথাব্রবীৎ।
ময়াহি সুমহত্তপ্তং তপঃ পরম দারুণম্ ॥
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ জানীয়ামিতি সত্তমাঃ।
তস্য মে তপসো নিগৃহীতেন্দ্রিয়স্য চ ॥

নারায়ণ-প্রসাদেন ক্ষীরোদস্যানুকুলতঃ।
ত্রৈকালিকমিদং জ্ঞানং প্রাদুর্ভূতং তথেপ্সিতম্ ॥
তৎ শৃণুধ্বং যথান্যায়ং বক্ষে সংশয়মুত্তমম্!
যথা দৃষ্টং হি কল্পাদৌ দৃষ্টং মে জ্ঞানচক্ষুষা ॥

মহাভারত শান্তি, মোক্ষ ৩৪০ অধ্যায়।

অর্থাৎ বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিলেন,—অহো, আপনি বড় গূঢ়তম প্রশ্ন করিয়াছেন, আমরা পাঁচ শিষ্য মিলিয়া গুরুদেবের নিকট এই প্রশ্নই করিয়াছিলাম। তাহাতে যাহা শুনিয়াছি, সেই বৃত্তান্ত অদ্য আপনার নিকট বলা যাইতেছে। আমাদের প্রশ্নানুসারে পরাশর পুত্র শ্রীমান্ ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন যে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান জানিবার জন্য আমি পরম দারুণ সুমহৎ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছি, তদবস্থায় ক্ষীর সমুদ্রের তীরে বসিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ পূর্ব্বক সমাধি আরম্ভ করিলে নারায়ণের প্রসাদে আমার অভিলষিত এই ত্রৈকালিক জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এবারকার সৃষ্টি আরম্ভ কিভাবে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে তোমাদের যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর, আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই আদি বৃত্তান্ত যেমন দর্শন করিয়াছি সেইভাবেই উহা প্রকাশ করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি দ্বারা ত্রিকালজ্ঞানের ভাব বুঝিয়া উঠা সহজ বুদ্ধির কর্ম্ম নহে। আমি যদি গত দিনের ঘটনাবলী যথাযথ বর্ণন করিতে বাধ্য হই, তবে, প্রথমে গত কল্যকার প্রভাত হইতে সমস্ত দিনটাকে মনের মধ্যে টানিয়া আনিতে হয়, পরে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সেই দিনের অভিনয়গুলি মনোদ্বারা দেখিয়া সংগ্রহ করিতে পারি। আমাদের সামান্য জ্ঞানচক্ষুতে যেমন এই ব্যাপার দর্শন করার জন্য অতীত কালের দিনকে বর্ত্তমানবৎ প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে, তেমন বেদব্যাস যিনি কৃষ্ণের ন্যায় বিষ্ণুর অবতার—অতএব বিষ্ণুভাবান্বিত তিনি, তাঁহার সুমহৎ তপস্যালব্ধ জ্ঞান দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালকে, বর্ত্তমানবৎ করিয়া এককালে সমস্ত অবগত হইবেন, ইহাতে চিন্তাশীলগণের বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

আমার আমি—প্রভু যিনি, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বভাবধারী, তিনি স্বচ্ছন্দে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক লীলা করিতে সদা সুপটু; তিনি এই ত্রিবিধ লীলা পূর্ণভাবে করিয়াও সদা পূর্ণই থাকেন। আধিভৌতিকরূপে তিনি মায়াময় খেলা খেলেন, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয় লীলাই করেন; আধিদৈবিকরূপে তিনি দ্রষ্টারূপে বিদ্যমান থাকেন; আর আধ্যাত্মিকরূপে তিনি অদ্বিতীয়—আপনা আপনি দ্বিতীয়াভাবে।

যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যঃ
যশ্চ সর্ব্বময়ো দেব স্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥

—ওঁ তৎসৎ ওঁ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ-উপদেশ*

"ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডৌ নাদশ্চ বিন্দুরক্ষরমেব চ। পঞ্চৈব পুস্তকা স্যাহুর্যোগশাস্ত্র বিশারদাঃ॥"—বেদে পুস্তক পাঁচ ভাগে বিভক্ত—ব্রহ্মাণ্ড, পিণ্ড, নাদ, বিন্দু ও অক্ষরময়। সমষ্টি জীবের সমষ্টি-প্রারব্ধ-অনুসারে যুগের কালধর্ম্মপ্রভাবে দ্বাপর যুগের শেষে মনুষ্যের জ্ঞান সংকুচিত হইয়া যাওয়ায় পরমকৃপালু পার্থসারথী অজ্ঞান-তিমিরান্ধ জগৎকে স্বাত্মজ্ঞানোপাসনা উপদেশ দ্বারা উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়া 'অক্ষরময়ী গীতা' প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গীতোক্ত উপদেশের মহিমা জগদ্বিখ্যাত। এই মহান্ উপদেশের প্রেরণা বলে মোহগ্রস্ত অর্জ্জুনের মোহ বিদূরিত হইয়া তাঁহার বিষাদের অবসান হইয়াছিল। এই মহান্ উপদেশই তাঁহাকে কর্ম্মযোগের কৌশল ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে উপযুক্ত করিয়াছিল এবং ইহার প্রভাবেই অর্জ্জুন স্বধর্ম্মপালনের নিমিত্ত সোৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যশ ও কীর্ত্তি অর্জ্জনে সক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। যেরূপ অর্জ্জুনকে নিমিত্তমাত্ররূপে সম্মুখে রাখিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মোহগ্রস্ত সখা অর্জ্জুনকে নিমিত্তমাত্র করিয়া নিখিল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত উপদেশ প্রদানচ্ছলে জগতে অতুলনীয় গীতাশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

---

* ১৩৪২ সালের ভাদ্র, কার্ত্তিক ও মাঘ সংখ্যার "উৎসবে" প্রকাশিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা ষড়দর্শন ও সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং উপনিষদসমূহের সার-মর্ম্মের এক অভূতপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। ধর্ম্মতত্ত্বের সকল বিভাগের বিজ্ঞান এবং বেদের তিন কাণ্ডের পূর্ণ রহস্য গীতায় বিদ্যমান্;—ইহাই গীতার উপাদেয়তা ও সর্ব্বজনপ্রিয়তার কারণ।

গীতায় বৈদিক-তত্ত্ব সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদে উক্ত হইয়াছে—"কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী," অর্থাৎ যে কেবলমাত্র নিজের জন্য পাক করে এবং আশ্রিতকে ত্যাগ করিয়া ভোজন করে, সে সমস্ত পাপের ভাগী হয়। গীতাতে তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হইল —"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥"—হে অর্জ্জুন! যাঁহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞ সমাপনান্তে যজ্ঞের অমৃতরূপী শেষভাগ ভোজন করেন, সেই সাধুগণ দেবঋণ এবং নিত্য ও নৈমিত্ত কর্ম্ম অকরণজন্য পাপ হইতে মুক্ত, হয়েন; আর যাঁহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞ না করিয়া কেবল নিজ উদরপূর্ত্তির নিমিত্ত ভক্ষণ করে, তাহারা পাপই ভোজন করে।

বেদোক্ত ত্রৈগুণ্যবিষয়তা—গীতাতে দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৫ সংখ্যক শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"—কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদের অংশ ত্রৈগুণ্য-বিষয়ক—ত্রিগুণ-সংশ্লিষ্ট কামনা অনুসারে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম অনুযায়ী ফলের প্রতিপাদক। কিন্তু কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা মনের শুদ্ধি হইয়া মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্য হইয়া থাকে। অতএব, হে অর্জ্জুন! নিস্ত্রৈগুণ্য হও অর্থাৎ ফলকামনারহিত হইয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই মুক্তিমার্গের অধিকারী হইতে পারিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥" (২।৪২)—এই এক শ্লোকেই প্রথম চরণে নিরুক্তশাস্ত্র, 'বেদবাদরতাঃ' শব্দে পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মকাণ্ড এবং 'নান্যদস্তীতিবাদিনঃ' দ্বারা চার্ব্বাক, লোকায়তিক অথবা যোগাচার্য্য নামক নাস্তিকগণের সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইল।

'ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্। ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥" (১৩।৪)—এই শ্লোকে 'ছন্দোভিঃ' শব্দ দ্বারা ছন্দঃশাস্ত্র, 'ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ' শব্দে বেদান্তশাস্ত্র এবং 'হেতুমদ্ভিঃ' শব্দ দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের কথা বলা হইয়াছে।

সম্পূর্ণ 'ষষ্ঠাধ্যায়' যোগদর্শনের তত্ত্ববর্ণনে, 'ত্রয়োদশ অধ্যায়' বৈশেষিকদর্শনের তত্ত্ববর্ণনে এবং 'চতুর্দ্দশ অধ্যায়' সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ববর্ণনে কথিত হইয়াছে। 'অষ্টাদশ অধ্যায়' ধর্ম্মশাস্ত্র ও সমাজশাস্ত্র উপদেশে উক্ত।

গীতার সর্ব্বত্রই দার্শনিক সিদ্ধান্ত ওত-প্রোত ভাবে বিদ্যমান্। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র প্রভৃতির পরস্পর সংমিশ্রণ-জাত আনন্দ অনুভব করিবার স্থান গীতা। গীতা বিভিন্ন শাস্ত্রের বিরোধ পরিহার ও সমন্বয়-ক্ষেত্র।

ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—'গীতা মে হৃদয়ং পার্থ।' হে অর্জ্জুন! গীতা আমার হৃদয়। অতএব গীতাকে জানিলে ভগবানের হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। হৃদয়ের পরিচয় লাভ হইলে পরিচয় পাইবার বাকী আর কি রহিল?

গীতাতে কেবল পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নহে—সমগ্র সংসারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মগ্রন্থের মূল সিদ্ধান্তের সূত্ররূপ-সমাযোগ বিদ্যমান্। গীতাজ্ঞান প্রচারের পূর্ব্বে পারস্পরিক মতভেদের কারণ কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের সিদ্ধান্তিগণ পরস্পরকে বিপথগামী, ভ্রমজালে পতিত, অজ্ঞানাবৃত মনে করিতেন; একের সিদ্ধান্ত অপরের নিন্দারূপে গৃহীত হইত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞানের মধুর মন্দাকিনী বহাইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এই তীব্র বিরোধাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। গীতাতে ভগবান্ সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করাইয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানমার্গে বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। উক্ত পথত্রয়ই মুক্তিদ্বারে উপস্থিত হইবার সোপানস্বরূপ এবং মার্গত্রয় পরস্পর অন্যান্যাশ্রিত। মোক্ষকামীর নিমিত্ত জ্ঞানমার্গ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই, আর জ্ঞানলাভ করিবার একমাত্র সাধন কর্ম্মমার্গ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ; আবার ভক্তি-বিনা নিষ্কাম কর্ম্ম অসম্ভব। অতএব, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি বাস্তবে একই, পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ।

সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবতীশ্রুতি-গোরূপ উপনিষদ্ দোহন করিয়া বৎস অর্জ্জুনকে গীতারূপ 'দুগ্ধামৃত' পান করান। ধর্ম্মসঙ্কটে পতিত নির্জীব মোহগ্রস্ত অর্জ্জুন অমৃত পানে সংজীবিত ও জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া স্বধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হন এবং ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হয়। ভগবানের উপদেশ-প্রভাবে অর্জ্জুনের সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়া হৃদয়ের বিকার দূর হয়, এবং কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান-এর প্রকৃত মর্ম্ম তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতকৃত্য হন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কচ্চিদজ্ঞান-সংমোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয়।' হে ধনঞ্জয়! এখন তোমার অজ্ঞান-জনিত মোহ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিবেকতা—চিত্তের মূঢ়ভাব বিনষ্ট হইয়াছে ত? অর্জ্জুন প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥' হে অচ্যুত! আমার অজ্ঞান-জনিত মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনার কৃপার আশ্রিত হইয়া আপনার প্রসাদে আমি আত্ম-বিষয়িণী স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমার সমস্ত সংশয় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অধুনা আমি সংশয়-রহিত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান করিব। —এরূপ পরিণাম স্বাভাবিক। যে স্থলে স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্মোপদেষ্টা, সেস্থলে মোহ প্রভৃতি বিকার বিনষ্ট হইবে, ইহা ত নিঃসন্দেহ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া গীতোপদেশ দ্বারা আত্ম-দর্শনের উপায় মানবজাতিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মহামার্গের তিনটি সোপান—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

কর্ম্মযোগ।—ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া যোগী কর্ম্ম করেন; কারণ তিনি নিশ্চয়রূপে জানেন, কেবল স্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মপালনেই তাঁহার অধিকার, কর্ম্মফলদাতা একজন সর্ব্বশক্তিমান আছেন। এই কারণে ভ্রমক্রমেও তিনি ফলকামনা করেন না। 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' (২।৪৭)। ভগবানের এই মহান্ উপদেশ কর্ম্মযোগী সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন। তিনি জানেন, ফলের আকাঙ্ক্ষায় কোনও লাভ নাই; ফললাভ না হইলে দুঃখলাভ হয়, ফললাভ হইলে তৃষ্ণালাভ হয়—আশার বন্ধনে পড়িতে হয়, ফলের কামনা করিয়া সুখ-দুঃখকে আবাহন করিয়া আনিয়া চিত্তের শান্তি নষ্ট করা সর্ব্বনাশের পন্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই কারণে করুণা-সাগর ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন—'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাচর। অসক্তো হ্যাচরণ্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥' (৩।১৯)—হে অর্জ্জুন! তুমি আসক্তি-রহিত হইয়া কর্ম্ম কর, কারণ অনাসক্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষলাভ করিতে পারেন।

সংসার কর্ম্মময়। সংসারে আসিয়া কর্ম্ম না করিয়া উপায়ান্তর নাই। কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে, তবে শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণীয়; অকর্ম্ম বা বিকর্ম্ম গর্হিত, ত্যাজ্য। বিহিত কর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠানকারী কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি (৬।৪০)।' পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে জনক প্রভৃতি জ্ঞানিগণ অনাসক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ' (৩।২০)। ফলকামনা-রহিত হইয়া নিরাসক্তভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে অন্তে ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরম সিদ্ধি পাওয়া যায়। 'স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ' (১৮।৪৫)। ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভের ইহা প্রথম সোপান।

জ্ঞানযোগ॥—ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানী হও। জ্ঞানের মহিমা অপার। পাপ-সাগর, মোহসাগর উত্তীর্ণ হইবার জ্ঞানই নৌকাস্বরূপ। মহাপাপীও জ্ঞান-রূপী তরণী যোগে মোহান্ধকারময় পাপসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে। 'অপি চেদসি-পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্ব্বং জ্ঞান-প্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসি' (৪।৩৭)॥ পাপ দূর হইয়া গেলেই হৃদয়ে পবিত্রতা দেবী আসন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়া, মোহ প্রভৃতি বিকার বিনষ্ট হইয়া পরম শান্তি লাভ হয়। 'জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি (৪।৩৯)।' ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরম শান্তি লাভের ইহা দ্বিতীয় সোপান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিযোগ ॥—তৃতীয় সোপান ভক্তিযোগ। ভক্তির মহিমা অনন্ত। ভক্তির প্রভাবে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়; অতি দুরাচার-পরায়ণ ব্যক্তিও সাধুরূপে পরিণত হয়। 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্-ব্যবসিতো হি সঃ ॥' (৯।৩০) ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, নর-নারী সকলের নিমিত্তই ভক্তিযোগ সমানরূপে হিতকারী। ভক্তি-গঙ্গায় স্নান করিবার সকলের সমান অধিকার। এই পাবনী গঙ্গায় স্নান করিয়া সকলেই পরমা গতি লাভ করিতে পারেন। 'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥' (৯।৩২) একাদশ অধ্যায়ে ভক্তির মহিমা-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিলেন, 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপঃ ॥' (১১।৫৪)। হে পরন্তপ অর্জ্জুন। কেবলমাত্র অনন্য-ভক্তি দ্বারা জীব আমাকে জানিতে সমর্থ হয় এবং সেই ভক্তির দ্বারাই আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে এবং অন্তে আমাতেই বিলীন হইয়া যায়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥' (১৮।৫৫)—হে অর্জ্জুন! আমি কত প্রকারে অবস্থান করিতেছি এবং আমি স্বরূপতঃ কিরূপ, ভক্তি দ্বারা তাহা জ্ঞাত হইয়া আমাতেই প্রবেশ করে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। একে একে সমস্ত শঙ্কার সমাধান-অন্তে প্রাণপ্রিয় সখাকে গুহ্যতম কথা বলিয়া উপদেশ শেষ করিলেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥' (১৮।৬৫,৬৬)—হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা আমাকেই মনন কর, আমাকেই ভজন কর। আমার পূজা-পরায়ণ হও এবং আমাকে নমস্কার কর; তাহা হইলে নিশ্চয় আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এই বিষয়ে আমি তোমাকে সত্য-প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহা মিথ্যা হইবে না; কারণ, তুমি আমার প্রিয়পাত্র। হে পার্থ! শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত-নিষিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, আমি ব্যতীত যে আর দ্বিতীয় কিছুই নাই, বিচার দ্বারা ইহা নিশ্চয় করিয়া জন্ম-জরা-মরণ-রহিত সর্ব্বভূতে স্থিত আত্মা অচ্যুত এক আমারই শরণ লও। তাহা হইলে তোমাকে আমি নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বন্ধনরূপ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, তুমি কোনও চিন্তা করিও না।

সর্ব্বশাস্ত্র-সারভূতা গীতা পূর্ণজ্ঞানের গঙ্গা। সর্ব্বজ্ঞান-প্রযোজিকা গীতা অমৃতরসের প্রস্রবিণী। গীতা দুস্তর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার অমোঘ তরণী, সংসার-মরু-তাপিত জীবের পক্ষে সুশীতল-জলপূর্ণ মরু-উদ্যান। গীতার তুলনা নাই—গীতাই গীতার তুলনা। পৃথিবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে ইহা এক অদ্বিতীয়, অমূল্য রত্ন। সনাতন ধর্ম্মের দার্শনিক বিচার, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, ধার্ম্মিক তত্ত্ব, নৈতিক উপদেশ এবং যোগমার্গসমূহের সাধনোপায় প্রভৃতির প্রতিপাদন এই অতুলনীয় গ্রন্থে বিদ্যমান্। মনুষ্যমাত্রেরই উত্থান এবং উদ্ধারণের শ্রেষ্ঠ উপদেশে ইহা পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ধর্ম্মমার্গ, কর্ম্মমার্গ এবং মোক্ষ-প্রদর্শক পন্থা ইহাতে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথিত আছে—বেদের বিভাগ, ব্রহ্মসূত্র, মহাভারত এবং মহাপুরাণাদি রচনা করিয়াও যখন ব্যাসদেব প্রাণে শান্তি পাইলেন না, তখন তিনি প্রেমাবতার ভক্তশিরোমণি দেবর্ষি নারদের উপদেশে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। এই মহত্বপূর্ণ গ্রন্থে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতির সহিত শ্রীভগবানের অদ্ভুত চরিত্র এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে মনুষ্য আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত মোট দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত, প্রতি স্কন্ধই রসে পূর্ণ। ইহাদের মধ্যে আবার দশম ও একাদশ স্কন্ধদ্বয় সর্ব্বোপরি সুন্দর। দশম স্কন্ধে পূর্ণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের মধুর লীলা বর্ণিত হইয়াছে এবং একাদশ স্কন্ধে তাঁহার পরম আনন্দ ও শান্তি-প্রদানকারী, সরল, সুগম, সুবোধ ও হৃদয়গ্রাহী অমূল্য উপদেশসমূহ বিবৃত রহিয়াছে। যেরূপ শ্রীগীতাতে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রিয়-সখা অর্জ্জুনের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাকে নানা উপদেশ দানে কৃতকৃতার্থ করিয়াছে, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভক্তপ্রবর প্রাণপ্রিয় উদ্ধবকে বিবিধ উপদেশ প্রদানে ধন্যাতিধন্য করিয়াছিলেন। পুণ্যকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে নষ্ট মোহ, প্রাপ্তজ্ঞান উদ্ধব বলিলেন—

"বিদ্রাবিতো মহামোহান্ধকারো য আশ্রিতো মে তব সন্নিধানাৎ।
বিভাবসোঃ কিং নু সমীপগম্যশ্নীতং তমো ভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য॥"

(১১।২৯।৩৭)

অর্থাৎ হে অজ! হে আদিনারায়ণ! আমার হৃদয়ে যে মোহরূপ ঘোর অন্ধকার ছিল, আপনার সঙ্গগুণে তাহা দূর হইয়া গিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূর্য্য ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইলে কি শীত, অন্ধকার, ভয় প্রভৃতি থাকিতে পারে ?

জীবের সর্ব্বদুঃখের কারণ মোহান্ধকার-নাশকারী উপদেশসমূহে একাদশ স্কন্ধ পূর্ণ। একাদশ স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ের মধ্যে ৭ম হইতে ২৯শ পর্য্যন্ত মোট ২৩ অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ। এই অমূল্য উপদেশরাজির যে কোন একটিকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে মানব-জীবন সফল ও সার্থক হইয়া যায়। এই কারণে ইহা 'মুক্তিস্কন্ধ' নামেও পরিচিত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন ভক্তকে নিমিত্ত করিয়া মানব জাতির মঙ্গলের জন্য বহু স্থানে বহু উপদেশ দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রাণপ্রিয় পরমভক্ত ও সখা অর্জ্জুন ও উদ্ধবকে শ্রীগীতাতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল অমূল্য উপদেশদানে কৃতার্থ ও ধন্য করিয়াছিলেন, সেই সকল সংসার-তাপ-হারী উপদেশরত্নের মধ্য হইতে কয়েকটি 'শ্রীকৃষ্ণ-উপদেশ' নামে এস্থলে উল্লিখিত হইল।

শ্রীগীতায়াম্—

১। মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২।৩

প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনকে শোক-মোহাদি-সাগরে নিমগ্ন দেখিয়া করুণাসিন্ধু ভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! তেজ এবং সুখ-নাশক, অনার্য্য-জনোচিত এই মোহ তোমার সাজে না। তোমার জননী দেবতাপ্রসাদে অতি বলবান্ পুত্ররূপে তোমাকে পাইয়াছেন, তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার ন্যায় প্রভাবশালী এ জগতে কয় জন ? এইরূপ দৌর্ব্বল্য-প্রকাশ তোমার ন্যায় বীরাগ্রগণ্যের কর্ত্তব্য নহে, তুমি ইহার যোগ্য নহ। হে শত্রুদলনকারিন্ অর্জ্জুন! নীচতা প্রকাশক তুচ্ছ এই হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও, নিজ ক্ষত্রিয়ত্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না॥

২। মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ (২।১৪)

হে কুন্তিনন্দন অর্জ্জুন! মন কিম্বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত নানাপ্রকার বিষয়ের সম্বন্ধই শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখাদির অনুভবের কারণ। এই সম্বন্ধ আগমাপায়ী অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল; সুতরাং অনিত্য,—অস্থায়ী। অন্তঃকরণের পরিণামরূপ বৃত্তিসমূহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্গত হইয়া বিষয়ের সহিত মিলিত হয়। এই মিলন সম্বন্ধই সুখ-দুঃখের হেতু। একই বিষয় কোন সময় সুখের কারণরূপে উপস্থিত হয়, তাহাই আবার অন্য সময়ে দুঃখানুভবের হেতু হইয়া থাকে। একই অগ্নি শীতকালে সুখ-দায়ী, গ্রীষ্মকালে দুঃখের কারণ; শীতলতা গ্রীষ্মসময়ে সুখহেতু, শীতঋতুতে দুঃখ-দায়ী। সুখ-দুঃখাদি অন্তকরণের ধর্ম্ম যেহেতু অন্তঃকরণের সম্বন্ধহেতুই উহারা অনুভূত হইয়া থাকে। সুষুপ্তি কিংম্বা মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থাতে, অন্তঃকরণ নিজ কারণ অজ্ঞানে লীন হইয়া যাওয়াতে সুখ-দুঃখাদি প্রতীত হয় না। সুখদুঃখ প্রভৃতি আত্মার ধর্ম্ম হইলে সুষুপ্তি প্রভৃতি সময়েও উহারা অনুভূত হইত। সুতরাং ইহারা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে, উহারা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব, হে অর্জ্জুন! উৎপত্তি-ও-বিনাশ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাব অন্তঃকরণ বৃত্তিস্বরূপ সুখদুঃখাদিকে, নিজের (আত্মার) ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া, প্রফুল্ল বা অবসন্ন না হইয়া সহ্য কর ॥

৩। অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ (২।১৭)

হে অর্জ্জুন! যে এক চিদ্রূপ জ্ঞানস্বরূপ নিত্য বিভু আত্মা দ্বারা এই সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চ পরিব্যাপ্ত ('ঈশাবস্যামিদং সর্ব্বম্'), তুমি তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জান। বৃত্তি স্বচ্ছ পদার্থ অন্তঃকরণের পরিণাম। অন্তঃকরণ স্বয়ংই উৎপত্তি-ও-বিনাশ-ধর্ম্মী, সুতরাং তৎ-পরিণাম বৃত্তির-ও উৎপত্তি ও নাশ স্বাভাবিক। আত্মার নাশ নাই। উহা সমস্ত পদার্থে ব্যাপকরূপে বিদ্যমান, কাহারও দ্বারা পরিছিন্ন নহে। যাঁহার সত্তায় সমস্ত জগৎ সতের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা পরিচ্ছিন্ন কিম্বা অনিত্য হইতে পারে না। কেহই সেই অব্যয় সদ্রূপ আত্মবস্তুর বিনাশ সাধনে সমর্থ নহে, কারণ কল্পিত বস্তু নিজ অধিষ্ঠানের হানি করিতে অসমর্থ ॥

৪। অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ (২।১৮)

হে অর্জ্জুন! উৎপত্তিবিনাশশীল জড় বস্তুই প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, উৎপত্তি-নাশ-রহিত চেতন পদার্থ ইন্দ্রিয়রূপী প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না। প্রমাতা, প্রমাণ এবং প্রমেয় এই তিনের প্রজ্ঞাতা এবং একই কালে এই তিনের প্রকাশক আত্মার সিদ্ধির জন্য কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই,—কারণ আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। অধিকন্তু, চেতনই জড়ের প্রকাশক জ্ঞাতা, জড় চেতনের জ্ঞাতা নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি চেতন আত্মাকে নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় জানিয়া যুদ্ধ কর (কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর)॥

৫। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ (২।৩৮)

হে অর্জ্জুন! সুখের কারণ লাভ আর লাভের কারণ জয়। দুঃখের কারণ অলাভ আর তাহার কারণ পরাজয়। তুমি সুখের প্রতি অনুরাগ এবং দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া লাভ, অলাভ, জয় এবং পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ইহাতে তোমাকে হিংসাদি পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না। ফলাভিসন্ধি-বিহীন হইয়া স্বধর্ম্মবোধে যুদ্ধ করিলে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। যুদ্ধ কাম্য-কর্ম্ম নহে, উহা ক্ষত্রিয়ের নিত্য-কর্ম্ম, না করিলেই প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয়। অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি ফলাভিসন্ধিশূন্য হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ কর॥

৬। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ (২।৪৫)

কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদের অংশ ত্রৈগুণ্যবিষয়ক—ত্রিগুণসংশ্লিষ্ট, কামনা অনুসারে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম অনুরূপ ফলের প্রতিপাদক। কিন্তু কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে তদ্দ্বারা মনের শুদ্ধি হইয়া মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্য হইয়া থাকে; নিষ্কামকর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না। অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও অর্থাৎ কামনা পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই মুক্তিমার্গের অধিকারী হইতে পারিবে। ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শীতোষ্ণাদি সহ্য কর, এবং অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লব্ধ বস্তুর রক্ষণবিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিক্ষেপকারিণী চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রমত্ত হইয়া আত্মস্থ হও।

৭। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। ২।৪৭

ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ, নির্ম্মল ও শান্ত হয়। শান্ত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই আত্মজ্ঞান বিকশিত হইয়া মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং নিষ্কামকর্ম্ম পরম্পরাক্রমে মুক্তির কারণ। হে অর্জ্জুন! তোমার এই কর্ম্মমার্গেতেই অধিকার, বেদান্ত বিচাররূপ জ্ঞাননিষ্ঠায় তুমি এখনও অধিকারী হও নাই। অতএব, কর্ম্মফলে অভিলাষ ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ফলাভিলাষে কর্ম্মনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মফল জন্মমৃত্যু অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ('নাঽভুক্তংক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি'); অতএব, কর্ম্মফলে যেন কদাচ তোমার অভিলাষ না হয়। আবার, 'ফলশূন্য কর্ম্মের কি প্রয়োজন?' এই ভাবিয়াও যেন তোমার কর্ম্মত্যাগের প্রবৃত্তি না জন্মে।

৮। যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। ২।৪৮

হে ধনঞ্জয়! তুমি কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্পণ- বুদ্ধিতে একাগ্রচিত্তে কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। নিষ্কামকর্ম্মের ফলস্বরূপ বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞানবিকাশরূপ সিদ্ধির প্রতি আসক্তি অথবা অসিদ্ধির প্রতি বিদ্বেষকে সমান জ্ঞান করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। সিদ্ধি, অসিদ্ধিতে সমতা-জ্ঞানের নামই যোগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯। বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। ২।৫০

হে অর্জ্জুন! যাঁহারা সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমত্ব বুদ্ধিপূর্ব্বক স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে সেই কর্ম্মজনিত পাপ অথবা পুণ্য ভোগ করিতে হয় না, কেননা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি-দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পাপ-পুণ্যের পারে চলিয়া যান। অতএব, তুমি সেই সমতাজ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানযোগপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্নশীল হও। স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের যোগই বন্ধন-জনক কর্ম্মমধ্যে মুক্ত থাকিবার একমাত্র কৌশল।

১০। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃসঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোঽভিজায়তে। ২।৬২

বিষয়ের চিন্তাই সকল অনর্থের মূল, বিষয়ের চিন্তা হইতেই ক্রমে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বিষয় চিন্তা পরিত্যাগ করিতে হইলে প্রথমতঃ মনকে বশীভূত করিতে হইবে। মন সর্ব্বদা সুন্দর সুন্দর ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে আসক্ত হইয় পড়ে। সুখ হেতু মনে করিয়া আসক্ত হইলেই তাহা প্রাপ্তির জন্য কামনা জন্মে। ক্রমে কামনা তৃপ্তির জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন যদি সেই কামনাপূরণের বিষয় প্রাপ্তিতে কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই ক্রোধের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

১১। ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। ২।৬৩

ক্রোধাভিভূত ব্যক্তির হিতাহিত বিষয়ে মোহ উৎপন্ন হয়, এবং শাস্ত্র ও আচার্য্যের সদুপদেশ সকল বিস্মৃত হইয়া যায়। স্মৃতি-ভ্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির বিবেক-শক্তি বিনষ্ট হয়। কার্য্যাকার্য্য-বিচারিণী বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইলে পুরুষ মৃতপ্রায় অধঃপতিত হইয়া পড়ে। অতএব, হে অর্জ্জুন! সর্ব্বপ্রথম তুমি সর্ব্বানর্থকারী মনকে বশীভূত করিতে সচেষ্ট হও।

১২। বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি। ২।৭১

কামনা ত্যাগই শান্তিলাভের হেতু। যেরূপ পথিক পথমধ্যে তৃষ্ণাদি দ্বারা আক্রান্ত হইলেও সে বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া গন্তব্যস্থলাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ বিচারবান্ পুরুষ প্রাপ্তবিষয়ে উদাসীন থাকেন, কারণ তিনি দেহাদিতে অহংভা-মমতা-ভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শরীরনির্ব্বাহবিষয়েও স্পৃহাশূন্য হইয়া বিচরণ করেন। এইরূপ নিস্পৃহ স্থিতপ্রজ্ঞ বিদ্বানই পরম শান্তিলাভ করিয়া মুক্তি পাইয়া থাকেন।

১৩। নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৩।৮

যতকাল পর্য্যন্ত মন হইতে সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে পরিত্যক্ত হইয়া মন শুদ্ধ ও শান্ত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত ফল-কামনাশূন্য হইয়া মন-শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। হে অর্জ্জুন! তুমিও ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য তোমার স্বধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর; তোমার কর্ম্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই কল্যাণকর। বিশেষতঃ, তুমি যদি একেবারে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ কিরূপে হইবে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩।৯

ফলকামনা-রহিত হইয়া কেবলমাত্র ঈশ্বর প্রীত্যর্থে কর্ম্ম ব্যতীত অন্য সকল কর্ম্মই সংসার-বন্ধনের কারণ। অতএব, হে কৌন্তেয়! তুমি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর॥

১৫। তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ৩।১৯

আত্মারাম ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্ম করিয়া কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না, না করিয়াও তিনি কোন পাপভাগী হন না,—যেহেতু তিনি সর্ব্বকামনা-রহিত আত্মতৃপ্ত। হে অর্জ্জুন! তুমি কিন্তু সেই প্রকার জ্ঞানী নও, অতএব কর্ম্ম না করিলে তোমাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ অন্তঃকরণে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

১৬। ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩।৩০

হে মহাবাহো অর্জ্জুন! তুমি বিবেক বুদ্ধির দ্বারা শ্রৌত-স্মার্ত্ত সমস্ত কর্ম্মের ফল সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া 'সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সকল বিষয়ের কর্ত্তা, আমি ভৃত্যের ন্যায় আদেশ পালন করিয়া তাঁহার প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিতেছি' এইরূপ মনে করিয়া সর্ব্বপ্রকার শোক, আশা ও মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ৪।১৫

'আত্মা অকর্ত্তা, তাঁহার কোন প্রকার কর্ম্ম নাই, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই, যাহা কিছু কর্ম্ম তাহা প্রকৃতিই করিতেছে' এইরূপ বিচার করিয়া পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। অধিকন্তু, পূর্ব্বকালে জনক প্রভৃতি জ্ঞানীগণও লোকমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত এইরূপ জ্ঞানে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমিও সেইরূপ জ্ঞানে কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

১৮। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃপরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৪।৩৪

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! দ্রব্যরূপী সাধনা দ্বারা সাধ্য এবং জ্ঞানবর্জ্জিত সংসাররূপী ফলদাতা দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ অধিকতর শ্রেয়স্কর; কারণ সম্পূর্ণ বৈদিক ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের ফল একমাত্র জ্ঞানযজ্ঞনিষ্পন্ন অপরিমিত ব্রহ্মানন্দমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৯। তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪।৪৩

অতএব, হে ভারত! অজ্ঞানোৎপন্ন হৃদয়স্থিত সমস্ত সংশয়রাশিকে জ্ঞানখড়্গ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া তুমি জ্ঞানযোগের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত গাত্রোত্থান কর।

২০। ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ৫।১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে কৌন্তেয়! যিনি কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরার্থেই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, পুণ্য-পাপ-রূপী কর্ম্মফলে তিনি বিলিপ্ত হন না। জলের সহিত যেমন পদ্মপত্র বিমিশ্রিত হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিমান্ কর্ম্মকর্ত্তাকে কর্ম্মফল স্পর্শ করিতে পারে না। অধিকন্তু, ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার বুদ্ধি শুদ্ধতাপ্রাপ্ত হয়।

২১। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

হে অর্জ্জুন! যে যোগী আপনার উপমার দ্বারা সকল প্রাণীতেই সমভাবে সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া কাহারও দুঃখের কারণ না হইয়া সকলেরই সুখের হেতু হন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী।

২২। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬।৪৭

অথবা সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে যিনি অনন্যভক্তিসহ আমাকেই ধ্যান করেন, তিনিই আমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ; কারণ প্রারব্ধ ক্ষয়শেষে তিনি আমাতেই লীন হইয়া যান, তাঁহাকে আর জন্ম-মরণ-রূপী সংসারচক্রে প্রবেশ করিতে হয় না।

২৩। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ৭।১৬

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! চারিপ্রকার পুণ্যাত্মা পুরুষ আমার ভজনা করে;—এক আর্ত্ত অর্থাৎ দুঃখী ব্যক্তি আপন দুঃখ নিবৃত্তির জন্য আমাকে ভজনা করিয়া থাকে, যেরূপ গজেন্দ্রাদি করিয়াছিল; দ্বিতীয় অর্থার্থী অর্থাৎ ভোগসাধনপ্রার্থী, যেরূপ সুদামা আমার ভক্ত হইয়াছিল; তৃতীয় জিজ্ঞাসু অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছু, যেরূপ ভক্তপ্রবর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধব ছিলেন; চতুর্থ জ্ঞানী অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ, যেরূপ বিদুর আমাকে ভক্তি করিতেন।

২৪। যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ৭।২৮

হে সৌম্য! বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যপ্রভাবে যাহাদের পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে, তাহারাই সমস্ত দ্বন্দ্ব-মোহ-রহিত ও স্থিরসংকল্প হইয়া আমাকে ভজনা করে।

২৫। অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৮।৫

হে অর্জ্জুন! মরণ সময়ে, যখন সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া যায়, তখনও যে আমার সগুণ অথবা নির্গুণরূপ স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ-পূর্ব্বক মৃত্যুলাভ করে, সে আমাতেই বিলীন হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ সগুণরূপ উপাসনাকারী ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন, এবং নির্গুণরূপ ধ্যানপরায়ণ মনুষ্য এই জন্মেই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। ইহাতে কোন সংশয় নাই।

২৬। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ঃ॥ ৮।৭

অতএব, মরণ সময়ে আমাকে স্মরণ করিবার নিমিত্ত হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আমাকে চিন্তা করিয়া যুদ্ধ কর। আমাতে মনোবুদ্ধ্যাদি সমর্পণ করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে পারিলে আমাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

২৭। অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ৮।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে পার্থ! অন্যান্য দেবতা চিন্তা না করিয়া সর্ব্বব্যাপী আমাতেই যিনি চিত্ত সমর্পণ করেন তাঁহাকে 'অনন্যচেতা' কহে। এইরূপ অনন্যচেতা যাবজ্জীবন আমাকেই স্মরণ করিয়া থাকেন। এইরূপ নিত্যযুক্ত যোগী স্বেচ্ছায় অথবা পরেচ্ছায় যখনই দেহত্যাগ করেন, অনায়াসেই আমাকে প্রাপ্ত হন।

২৮। যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৯।৬

—হে পার্থ! যেরূপ অসঙ্গ-স্বভাব আকাশস্থিত সর্ব্বত্রগামী মহান্ বায়ু সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, অথচ আকাশের সহিত তাহার মিশ্রতাব্যঞ্জক কোন সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ অসঙ্গ চিদ্রূপ আত্মাতে মিশ্রতাসম্পাদক কোন সম্বন্ধ বিনাই আকাশাদি ভূতপ্রপঞ্চ অবস্থিতি করিতেছে, ইহা তুমি নিঃসংশয়রূপে জান ॥

২৯। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৯।২৭

হে অর্জ্জুন! তুমি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যাহা কিছু ভোজন কর, বিধিপূর্ব্বক শ্রুতিস্মৃতি প্রতিপাদিত যে হোমাদি কর, অতিথিকে অন্নাদি যাহা কিছু দান কর, যে কোন তপস্যা কর, তৎসমস্তেরই ফল প্রীতিপূর্ব্বক আমাতেই সমর্পণ করিও, নিজেকে ঐ সকল কর্ম্মে কর্ত্তা মনে করিও না ;—ইহাই আমাকে ভজন করিবার সর্ব্বোত্তম অনায়াসকৃত পন্থা ॥

৩০। অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ (৯।৩০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—হে অর্জ্জুন! আমার প্রতি ভক্তির এরূপ মাহাত্ম্য যে অতি-নিন্দিত দুরাচার অজামিল প্রভৃতির ন্যায়ও যদি কোন অতিশয় দুরাচার-পরায়ণ ব্যক্তি সৌভাগ্যবশতঃ অনন্যমনে আমাকে ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়াই মানিতে হইবে ; কারণ, আমার সঙ্গ-গুণে তখন তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায় এবং সত্যনিশ্চয় সম্পন্ন হইয়া সে তখন আমার ভজনে মগ্ন হয় ॥

৩১। মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯।৩২

—হে পার্থ! যাহারা আমার সম্যক্ শরণ লয়, তাহারা পাপ-যোনি, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, এবং শূদ্র ইত্যাদি হইলেও পরমা গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥

৩২। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯।৩৪

—হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা আমাকেই মনন কর, আমাকেই ভজন কর, আমার পূজা-পরায়ণ হও এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণ লইয়া মৎপরায়ণ হইয়া সমাহিত হইতে পারিলে প্রকাশ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দ আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে ॥

৩৩। ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ১২।৮

—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার সগুণ বিরাটরূপে তোমার সঙ্কল্পরূপ মনকে সমাহিত কর এবং তোমার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেশিত কর। এইরূপে আমার বিশ্বরূপের ভজনা করিতে পারিলে মৃত্যুর পর আমাতেই লীন হইতে পারিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥

৩৪। অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ১২।৯

—হে ধনঞ্জয়। যদি আমার বিরাটরূপে চিত্ত স্থির করিয়া সমাহিত করিতে অসমর্থ হও, তবে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বরূপের চিন্তা ত্যাগ করিয়া আমার যে কোন মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থাপন পূর্ব্বক একাগ্রতা অভ্যাস কর এবং আমাকে বিরাট্রূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা কর॥

৩৫। অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১২।২০

—হে অর্জ্জুন! যদি এইরূপে একাগ্রতা অভ্যাসেও তুমি অসমর্থ হও, তবে আমার প্রীত্যর্থ আমার উদ্দেশ্যে নানাবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান কর। এইরূপে ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে নিষ্কাম হইয়া তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে এবং শুদ্ধ অন্তঃকরণে বিজ্ঞান বিকশিত হইয়া তোমাকে মোক্ষরূপী শান্তিদান করিবে॥

৩৬। অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১২।১১

—হে অর্জ্জুন! যদি এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেও তুমি অসমর্থ হও, তবে সমস্ত জগতের ঈশ্বর আমার শরণ লইয়া সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া স্বধর্ম্মপালন কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩৭। তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১২।১৯

—যিনি নিন্দা ও স্তুতিকে সমান জ্ঞান করিয়া তদ্দ্বারা অবিচলিত থাকেন, যিনি সংযতবাক্, অনায়াসলব্ধ বস্তু দ্বারা শরীরযাত্রায় যিনি সন্তুষ্ট, কোন নিয়ত নিবাসস্থান না থাকাতে যিনি সর্ব্বদা একস্থানে বাস করেন না, যাঁহার পরমার্থ-বিষয়িণী বুদ্ধি স্থির, এইরূপ ভক্ত আমার প্রিয়।

৩৮। যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ১৮।৪৬

—যে মায়োপাধিক সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরকে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অর্চ্চনা করিলেই মানব অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপিণী জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে॥

৩৯। চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ১৮।৫৭

—হে অর্জ্জুন! আমার শরণ লইয়া বিবেকবুদ্ধির দ্বারা ফলসহ সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ কর এবং জ্ঞানযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিরন্তর আমার চিন্তায় রত হও॥

৪০। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১

—হে অর্জ্জুন। ঈশ্বর সকল প্রাণীরই হৃদয়দেশে অবস্থিতি করিতেছেন। ক্রীড়া-প্রদর্শনকারী যেরূপ নিজে স্থির থাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকা সূত্রযোগে নৃত্য করায়, ঈশ্বরও তদ্রূপ মায়া-সূত্রযোগে সর্ব্বভূতকে এই সংসাররাজ্যে পরিভ্রমণ করাইতেছেন।

৪১। তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥১৮।৬২

—হে অর্জ্জুন, ভারত! তুমি সংসারদুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সেই সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের শরণ লও, তবেই তাঁহার অনুগ্রহে নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া পরম শান্তিরূপ মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে॥

৪২। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥১৮।৬৫

—হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা আমাকেই মনন কর, আমাকেই ভজন কর, আমার পূজাপরায়ণ হও এবং আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এই বিষয়ে আমি তোমাকে সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহা মিথ্যা হইবে না, কারণ তুমি আমার প্রিয়পাত্র॥

৪৩। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৬

—হে পার্থ! শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত-নিষিদ্ধ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি ব্যতীত যে আর দ্বিতীয় কিছুই নাই বিচার দ্বারা ইহা নিশ্চয় করিয়া জন্ম-জরা-মরণ-রহিত, সর্ব্বভূতে স্থিত আত্মা, অচ্যুত, ঈশ্বর এক আমারই শরণ লও। তাহা হইলে তোমাকে আমি নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, তুমি কোন চিন্তা করিও না॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৪। ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ১৮।৬৭

—হে অর্জ্জুন! এই যে তোমাকে সম্পূর্ণ শাস্ত্র এবং বেদের সাররূপ তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলাম, ইহা কোন অতপস্বী, অ-ভগবদ্ভক্ত, শ্রদ্ধারহিত পুরুষ কিম্বা আমাকে যে নিন্দা করিয়া থাকে, এমন ব্যক্তির নিকট কদাচ বলিবে না, কারণ এরূপ ব্যক্তিকে উপদেশ করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া যাইবে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ঃ—

১। যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
নশ্বরং গৃহ্যমানং চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ম্ ॥ ১১।৭।৭

—হে উদ্ধব! মন, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু প্রতীতিগোচর হইতেছে, তাহা সমস্তই নশ্বর—নাশবান্। তুমি এই সকলকে মনোময়ী মায়া বলিয়া জান ॥

২। প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ ॥ ১১।৭।১৯

—সংসারতত্ত্বের আলোচনাকারী মনুষ্য প্রায়ই নিজে আপন চিত্তের অশুভ প্রবৃত্তি দমন করিয়া নিজেকে উদ্ধার করিয়া থাকে ॥ "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ।"

৩। আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে ॥ ১১।৭।২০

—নিজের হিতাহিত বিবেচনা-বিষয়ে প্রাণিসকল নিজেই নিজের গুরু। মনুষ্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা শীঘ্রই আপন শ্রেয় নির্ণয় করিতে পারে—প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্যে ইহাই বিশেষতা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। নিবৃত্তং কৰ্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কৰ্ম্মচোদনাম্ ॥ ১১।১০।৪

—মৎপরায়ণ মনুষ্য প্রবৃত্তিজনক কাম্যকৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিলাভের নিমিত্ত কেবলমাত্র নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম করিবে। আবার, আত্ম-জিজ্ঞাসা জাগৃত হইলে তখন সকল প্রকার কর্ম্মেরই আস্থা ত্যাগ করিবে॥

"মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ।
নিত্য-নৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া ॥"

৫। বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দ্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥ ১১।১০।৮

—যেরূপ দাহ্য কাষ্ঠ হইতে কাষ্ঠের দাহক ও প্রকাশক অগ্নি পৃথক্, সেই প্রকার দৃশ্যরূপ স্থূল এবং অদৃষ্ট সূক্ষ্ম শরীর হইতে উহার সাক্ষী স্বয়ং-প্রকাশ আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন॥

(১) (৩) (২)

৬। জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বাঽথ যে বৈ মাং যাবান যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ১১।১১।৩৩

—আমি কিরূপ, আমার রূপ কি, আমি কে,—এই সকল জানিয়া অথবা না জানিয়াও যাহারা অনন্যভাবে আমার ভজনা করে, আমার মতে তাহারাই আমার পরম ভক্ত॥

৭। প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সধ্র্যঙ্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥ ১১।১১।৪৮

---

(১) যাবান্ দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নঃ (২) যাদৃশঃ সচ্চিদানন্দরূপো (৩) যশ্চ সর্ব্বাত্মাঽহম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—হে উদ্ধব! সৎসঙ্গসহিত ভক্তিযোগ ব্যতীত এই সংসার-সাগর পার হইবার আর কোন উপযুক্ত উপায় নাই; কারণ, আমি সাধুজনের নিত্য সহগামী এবং একমাত্র অবলম্বন॥

৮-৯। ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥ ১১।১২।১,২

—হে উদ্ধব! সর্ব্বসঙ্গনিবারক সৎসঙ্গদ্বারা আমি যেরূপ বশীভূত হই,—যোগ, জ্ঞান, ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ইষ্ট, পূর্ত্ত, দক্ষিণা, একদশী প্রভৃতি ব্রত, যজ্ঞ, বেদ, গঙ্গাপুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ, যম, নিয়ম প্রভৃতির কাহারও দ্বারা সেরূপ বশীভূত হই না॥

১০। বেণুসংঘর্ষজো বহ্নির্দগ্ধ্বা শাম্যতি তদ্বনম্।
এবং গুণব্যত্যয়জো দেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ॥ ১১।১৩।৭

—বাঁশের সঙ্ঘর্ষ হইতে উৎপন্ন অগ্নি যেরূপ বাঁশবন ভস্ম করিয়া নিজেও শান্ত হইয়া যায়, সেইরূপ সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের বৈষম্য অর্থাৎ সঙ্ঘর্ষ হইতে উৎপন্ন দেহও নিজ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানাগ্নি দ্বারা গুণসমূহের কার্য্যসকল ধ্বংস করিয়া নিজেও শান্ত হইয়া যায়॥

১১। অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥ ১১।১৪।১৩

—যিনি সর্ব্বত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, সমবুদ্ধি এবং আমাকে পাইলেই সন্তুষ্ট, তাঁহার সর্ব্বত্রই আনন্দ॥

১২। নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥ ১১।১৪।১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—হে উদ্ধব! নিরপেক্ষ, শান্ত, শত্রুতাভাবশূন্য এবং সমদর্শী মুনির চরণধূলির দ্বারা নিজকে পবিত্র করিবার জন্য আমি সর্ব্বদা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি॥

১৩। ভক্ত্যাঽহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ ১১।১৪।২১

—সাধুগণের প্রিয় আত্মা-রূপ আমি একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিদ্বারাই সুলভ। আমার প্রতি ভক্তি চণ্ডাল প্রভৃতিকেও তাহাদের জাতীয় দোষ হইতে মুক্ত করিয়া পবিত্রীকৃত করে॥

১৪। বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং মষ্যেব প্রবিলীয়তে॥ ১১।১৪।২৭

—যে মনুষ্য সর্ব্বদা বিষয়ের চিন্তা করে, তাহার চিত্ত বিষয়েই বদ্ধ হইয়া যায়। সেইরূপ যিনি সর্ব্বদা আমার স্মরণ করেন, তিনি আমাতেই লীন হইয়া যান॥

১৫। তস্মান্মনোবচঃপ্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে॥ ১১।১৬।৪৪

—অতএব, আমার ভক্ত আমার প্রতি ভক্তিপূর্ণ বুদ্ধি দ্বারা মন, বাক্য এবং প্রাণ সংযত করিবে, এইরূপ করিলে তাঁহার আর করিবার কিছুই বাকী থাকে না, সে কৃতকৃত্য হইয়া যায়॥

১৬। গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেৎ বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেৎ নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ॥ ১১।১৭।৩৮

—ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে। আর যদি বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে সংন্যাস অবলম্বন করিবে। এই প্রকার এক আশ্রম ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া অন্য আশ্রম অবশ্য গ্রহণ করিবে। আমার ভক্ত ইহার অন্যথা-চরণ করিবে না অর্থাৎ অনাশ্রমী থাকিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত না হয়॥

১৭। তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নাহলং কুর্ব্বন্তি তাং সিদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা॥ ১১।১৯।৪

—তত্ত্বজ্ঞানের এক অংশমাত্র-দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ হয়,—তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান অথবা আর যে কোন পবিত্র সাধনা দ্বারা কখনও তাহা হয় না।

১৮। ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানং চৈকাত্ম্যদর্শনম্।
গুণেষ্বসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং চাণিমাদয়ঃ॥ ১১।১৯।২৭

—যাহা দ্বারা আমার প্রতি ভক্তি হয় তাহাই ধর্ম্ম, জীব-ব্রহ্মৈক্যজ্ঞানই জ্ঞান, গুণরূপ বিষয়ে অনাসক্তি বৈরাগ্য এবং অনিমাদি সিদ্ধি ঐশ্বর্য্য॥

১৯। যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষ ধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ॥ ১১।২১।১৮

—যে যে প্রবৃত্তি হইতে মনুষ্যের চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে মনুষ্য বন্ধনমুক্ত হইয়া যায়, কারণ প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের সফলতা উহার নিবৃত্তিতেই। মনুষ্যের শোক, মোহ এবং ভয়-নাশক এই নিবৃত্তিই কল্যাণকারী ধর্ম্ম॥

২০। পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ১১।২৮।১

—হে উদ্ধব! পুরুষ-প্রকৃতি-রূপ এই বিশ্বকে একমাত্র আত্মময় দেখিয়া কাহারও কর্ম্ম অথবা স্বভাবের প্রশংসা কিম্বা নিন্দা না করাই বিচারবান্ পুরুষের কর্ত্তব্য॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১। এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মাঽমৃতম্॥ ১১।২৯।২২

—এই অসৎ এবং নশ্বর মনুষ্যদেহ দ্বারা অজর, অমর, পরমাত্মা আমাকে প্রাপ্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের বুদ্ধিমত্তা এবং চতুরের সূক্ষ্ম বিচার॥

"বাসনাৎ বাসুদেবস্য বাসিতং ভুবনত্রয়ম্।
সর্ব্বভূতনিবাসোঽসি বাসুদেব নমোঽস্তুতে॥"

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম-মাহাত্ম্য*

"বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম। স্বরূপদ্বয়ম্
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে॥
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবেৎ।
আস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি॥"

—হে ভগবন্নাম! তোমার দুই রূপ,—এক বাচ্য আর এক বাচক। তুমি বাচক, ভগবান্ তোমার বাচক। যদিও উভয়ই অভিন্ন এক তত্ত্ব, তথাপি বাচ্য ভগবান্ অপেক্ষা বাচক 'নাম' অধিক কৃপালু। যে জীব ভগবানের নিকট বহু অপরাধে অপরাধী, সে কেবল মাত্র মুখ-দ্বারা নামের উপাসনা করিয়া অর্থাৎ নাম-কীর্ত্তন করিয়া নিরপরাধ হয় এবং ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া যায়।

জ্ঞাতিশত্রু পাণ্ডব-গৃহিণী একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে বিবস্ত্রা করিয়া অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা করিবার অভিপ্রায়ে দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে, কোনদিকেও আত্মসম্মান রক্ষার উপায় না দেখিয়া তিনি অনাথনাথ দীনবন্ধু বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনকে মনে প্রাণে সাশ্রুনয়নে ডাকিতে লাগিলেন—

"গোবিন্দ দ্বারিকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়!
কৌরবৈঃ পরিবৃতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব॥

---

* ১৩৪০ 'উৎসব' অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে নাথ! হে রমানাথ! ব্রজনাথার্ত্তিনাশন!
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মান্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্॥

—হে দ্বারকাবাসী গোবিন্দ! হে গোপীজনপ্রিয় কৃষ্ণ! অপমানিতা করিবার জন্য কৌরবগণ আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, ইহা কি তুমি জানিতেছ না? হে নাথ! হে রমানাথ! হে ব্রজনাথ! হে দুঃখহারী জনার্দ্দন! কৌরবরূপী সমুদ্রমগ্না আমাকে উদ্ধার কর। হে বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ! কৌরব মধ্যে অসহায়া হতাশাপন্না তোমার শরণাগতা আমাকে রক্ষা কর।

দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরিয়া প্রাণপণে টানিয়া খুলিতেছে, বস্ত্র আর শেষ হয় না; কে যেন অলক্ষ্যে বস্ত্র যোগাইতেছেন। অযুত হস্তীর সমান বলশালী দুঃশাসনকে পরিশ্রান্ত হইয়া শেষে নিরস্ত হইতে হইল।

'দশ হজার গজ-বল ঘট্যো, ঘট্যো ন দশ গজ চীর।'
'দুঃশাসনকী ভুজা থকিত ভই, বসনরূপ ভয়ে শ্যাম।'

সকলেই জানেন, সেই বিপদকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মধুসূদন দ্বারকাতে ছিলেন, আর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল হস্তিনাপুরে কুরু-সভাতে। কিন্তু ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াই দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ হইয়া মান রক্ষা হইয়াছিল। ধন্য নামের মহিমা!

উপনিষদ্সমূহের সার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে দশম অধ্যায়ে ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।''—যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি 'জপ-যজ্ঞ'। ব্রহ্ম-যজ্ঞ, তপো-যজ্ঞ, যোগ-যজ্ঞ, প্রাণ-যজ্ঞ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ-যজ্ঞ, স্বাধ্যায়-যজ্ঞ, দান-যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ প্রভৃতি বহুপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে নামস্মরণরূপী 'জপ-যজ্ঞ'কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেন। নামের মহিমা-বিষয়ে ইহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর কি হইতে পারে?

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে কথিত হইয়াছে—

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্গায়তি।" (১।১।১) —ওঁ এই শব্দ অক্ষর। ইহা অবিনাশী পরমাত্মার প্রিয় নাম। লোকে যেমন প্রিয় নাম ধরিয়া ডাকিলে প্রীত হয়, সেইরূপ ওঁ এই নাম ধরিয়া ডাকিলে পরমাত্মা প্রসন্ন হন। ইহা সামবেদোক্ত উদ্গীথের একটি অংশ। ইহাকে পরমাত্মার প্রতীকরূপে উপাসনা করিতে হয়। ওঁ এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে গান করা হয়—ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া সামগান আরম্ভ করিতে হয় বলিয়া ওঙ্কারকেই উদ্গীথ বলা হইয়াছে। "ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠম্। তস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি প্রিয়নামগ্রহণ ইব লোকঃ।" (শাঙ্কর ভাষ্যে)

"নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ আথর্ব্বণশ্চতুর্থ ইতিহাস পুরাণঃ পঞ্চমো……নামৈবৈ-তন্নামোপাস্বেতি"। [৭।১।৪]— ঋগ্বেদপ্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ প্রকৃতপক্ষে কতগুলি নাম-সমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অতএব, যেমন প্রতিমাকে ব্রহ্ম বা আত্মা মনে করিয়া উপাসনা করিয়া থাক, সেইরূপ এই নামগুলিকেও পরমাত্মা মনে করিয়া উপাসনা করিবে। "নাম বা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদ ইত্যাদি নামৈবৈতৎ। নামোপাস্ব ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবুদ্ধ্যা। যথা প্রতিমাং বিষ্ণুবুদ্ধ্যোপাস্তে তদ্বৎ॥" [শাঙ্কর ভাষ্যে]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় 'কঠ' শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—

"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥" (১।২।২৭)—এই ওঁ-কারই ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধন আলম্বনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন বলিয়া এই আলম্বনই অত্যুত্তম। এই ওঁকার-রূপ অবলম্বনকে জপ ও ধ্যানের দ্বারা যথাযথরূপে উপাসনা করিয়া জ্ঞাত হইতে পারিলে মানব ব্রহ্মলোকে পূজিত হয় ॥

অথর্ব্ববেদীয় 'প্রশ্ন'-উপনিষদে নাম-ভজন নির্ণীত হইয়াছে,—

"ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং স সামভির্যৎ তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্, যত্তচ্ছান্তমজরং অমৃতং
অভয়ং পরঞ্চেতি ॥"

—ঋগ্বেদের দ্বারা মনুষ্যলোক, যজুর্ব্বেদের দ্বারা সোমলোক এবং সামবেদের দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, ইহা পণ্ডিতগণ জ্ঞাত আছেন। বিদ্বান্ পুরুষ এই ওঁ-কারকে অবলম্বন করিয়াই সেই শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

'পরমহংস পরিব্রাজক উপনিষদ' বলিতেছেন (৮)—

"স পরমহংস তুরীয়াতীতাবধূতৈরুপাস্য। তেনৈব ব্রহ্ম প্রকাশতে ॥"

—সেই প্রণব পরমহংস, তুরীয়াতীত ও অবধূত সংন্যাসীগণ কর্ত্তৃকও উপাস্য। কারণ, প্রণবদ্বারাই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন অর্থাৎ তাহার স্বরূপাভিব্যক্তি হয়।

'মৈত্র্যপনিষদে' ষষ্ঠ খণ্ডে ২২৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"দ্বে ব্রহ্মণি বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মভেদে ব্রহ্ম দুই প্রকার অবগত হইবে। যিনি সম্যগ্‌রূপে শব্দব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি পরব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হন॥

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় 'তারসার'-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"ওঁ ইত্যেতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম। তদেবোপাসিতব্যম্॥" (২য় পাদক)

—ওঁ-কারই পরম ব্রহ্ম। ওঁ-কারেরই উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

সামবেদীয় 'যোগচূড়ামণি'-উপনিষদ বলিতেছেন—

"শুচির্বাপ্যশুচির্বাপি যো জপেৎ প্রণবং সদা।

ন স লিপ্যতি পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" (৮৮)—পদ্মপত্র জলের মধ্যে থাকিয়াও যেমন জলের সহিত লিপ্ত হয় না, সেইরূপ শুচি অথবা অশুচি সকল অবস্থাতেই যিনি সর্ব্বদা প্রণব জপ করেন, তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় 'মুক্তিক'-শ্রুতিতে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বলিতেছেন—

"দুরাচাররতো বাপি মন্নামভজনাৎ কপে।

সালোক্যমুক্তিমাপ্নোতি ন তু লোকান্তরাদিকম্॥" (১।১৭)—

—হে কপিবর! দুরাচার-পরায়ণ হইয়াও যদি আমার নাম ভজনা করে, তবে সালোক্য মুক্তি (ঈশ্বরের সমান লোকে বসতি করা) প্রাপ্ত হয়। তাহাকে অন্য লোকে যাইতে হয় না।

বৈষ্ণবখণ্ডে মার্গশীর্ষ-মাহাত্ম্যে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"পাপানলস্য দীপ্তস্য ভয়ং মা কুরু পুত্রক।

শ্রীকৃষ্ণনামমেঘৌঘৈঃ সিচ্যতে নীরবিন্দুভিঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে পুত্র! প্রদীপ্ত পাপাগ্নি দেখিয়া ভীত হইও না। শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের নাম-রূপী মেঘ বর্ষণ করিলে এই অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে।

পুনরায় তিনি বলিলেন—

"কলিকালভুজঙ্গস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য কিং ভয়ম্।
শ্রীকৃষ্ণনামাদারুত্থবহ্নিদগ্ধঃ স নশ্যতি॥"

—হে পুত্র! কলিকালরূপী সর্পের ভীষণ দন্ত দেখিয়া ভয় কি? শ্রীকৃষ্ণের নামরূপী দাবানলে দগ্ধ হইয়া উহা নষ্ট হইয়া যাইবে।

স্কান্দ-পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"হর হর হর শব্দমাদিতো বৈ মুহুরভিধায় মুনীন্দ্রবর্য্যবৃন্দঃ।
অপঠদখিলমেঘঘোষতুল্যং সকলহিতায় নমঃ শিবায় শব্দম্॥"

—মুনিশ্রেষ্ঠগণ সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত মেঘগর্জ্জনের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে "হর হর হর" বলিয়া 'নমঃ শিবায়' শব্দ উচ্চারণ করিলেন।—ইহার ফলে কি হইল? এই ভগবন্নাম শ্রবণমাত্র নরকস্থ জীবসমূহ মুক্ত হইয়া শিবলোকে চলিয়া গেল।

পদ্ম-পুরাণে কথিত হইয়াছে—

"কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
দুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে॥
নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরি-কীর্ত্তনম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম॥"

—অর্থাৎ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হইয়া বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ অপরিমিত প্রভাবশালী ভগবানের নাম-কীর্ত্তনদ্বারা মনুষ্যের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপ-বিনাশক ভগবন্নাম-কীর্ত্তন ভিন্ন কলিযুগে অপর কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না।

বিষ্ণু-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহস্তত্রৈর্মৃগরিব॥"

—অর্থাৎ যেইরূপ সিংহভয়ে হরিণ পলায়ণ করে, অবশ হইয়াও নামকীর্ত্তন করিলে সেইরূপ সমস্ত পাপ পাপীকে ত্যাগ করিয়া থাকে।

গরুড়-পুরাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে—

"হরের্নাম্নশ্চ যা শক্তি:পাপনির্হরণে দ্বিজ।
তাবৎ কর্ত্তুং সমর্থো ন পাতকং পাতকীজনঃ॥"

—অর্থাৎ ভগবন্নামে পাপ নাশ করিবার এত শক্তি বিদ্যমান্ যে, পাপী ব্যক্তি সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তত পাপানুষ্ঠান করিতে সমর্থও হয় না।

বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীভগবান্ ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্দ্দহনে মম।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ॥"

অগ্নিপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়—

"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টাচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥
বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহম্।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অর্থাৎ হরি-শব্দ উচ্চারণ-দ্বারা দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিরও সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায়। অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও অগ্নি যেরূপ দহন করে, সেইরূপ অনিচ্ছাবশেও 'হরি'-নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ দগ্ধ হয়। এই 'হরি'-নাম চিৎঘনানন্দ-বিগ্রহরূপ ভগবৎ-তত্ত্বকে প্রকাশিত করিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। এই কারণে ইহা 'হরি'-নামে অভিহিত।

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
যে রটন্তি হীদং নাম সর্ব্বপাপাৎ ভবন্তিতে॥"

—অর্থাৎ ভগবন্নাম কীর্ত্তনকারী পমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

আগমশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

"রা-শব্দোচ্চারণাদ্দেবি বহির্নির্যান্তি পাতকাঃ।
পুনঃ প্রবেশকালেতু ম-কারস্তু কপাটবৎ॥"

—হে দেবি! রা-শব্দ উচ্চারণ করিলে পাতকসমূহ দূর হইয়া যায়, এবং যাহাতে পুনরায় প্রবেশ করিতে না পারে, সেই নিমিত্ত ম-কার রূপ কপাট-যুক্ত 'রাম'-নাম হয়।

শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—[বৃহন্নারদীয়ে]—

"নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাম্।
একমেব হরের্নাম সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥"

—বিষয়াসক্ত-চিত্ত মায়াজালবদ্ধ জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত একমাত্র হরিনাম-কীর্ত্তনই উপায়-স্বরূপ। কীর্ত্তন-প্রভাবে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যত্র কথিত হইয়াছে—

"তরণিরিব তিমির-জলধের্জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।"

—জগতের মঙ্গলকারী ভগবন্নাম মায়ামোহদুঃখপরিপূর্ণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকা-স্বরূপ।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবিধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
স্বর্ব্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥—শিক্ষাষ্টকে

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে চিত্তরূপী দর্পণ নির্ম্মল হয় এবং বিষয়-বাসনার দাবানল নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ পদ্মপুষ্প বিকসিত হইয়া থাকে, ভগবন্নাম-কীর্ত্তন-দ্বারা সেইরূপ আত্মার পুণ্যপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। নাম-কীর্ত্তনে বিদ্যারূপ চন্দ্রের উদয় হয়, অতএব 'নাম' বিদ্যার জীবনদাতা। ভগবন্নাম আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, প্রতি পাদক্ষেপে পূর্ণামৃতের আস্বাদ-প্রদানকারী। সমস্ত জগতের আত্মাকে নাম-প্রেমের আনন্দ-সাগরে মগ্নকারী শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন।

* * *

চারিযুগ মধ্যে কোন্ যুগ শ্রেষ্ঠ? কোন্ যুগে অল্প মাত্র সাধনা দ্বারা মহৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়?—এই বিষয় লইয়া এক সময়ে মুনিগণের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। 'নানা মুনির নানা মত।' কেহ বলেন সত্যযুগ শ্রেষ্ঠ, কেহ বলেন ত্রেতা, কেহ বলেন দ্বাপর, কেহ বলেন কলিযুগই শ্রেষ্ঠ। নিজেরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া সকলে মিলিয়া মহামুনি ব্যাসদেবের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার মীমাংসার নিমিত্ত চলিলেন। বেদব্যাসের আশ্রমের নিকট পঁহুছিয়া দেখেন, মুনিরাজ পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে স্নান করিতেছেন। তাঁহারা নিকটস্থ এক বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান্ থাকিয়া মুনিবরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরম-জ্ঞানী ব্যাসদেব মুনিগণের আগমণের কারণ জানিতে পারিয়া স্নানকালে মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন—'ধন্য কলিযুগ! কলি, তুমিই ধন্য!'

স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া বেদব্যাস আপন আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এদিকে মুনিগণও সেস্থানে পৌঁছিলেন। যথাবিধি অভিবাদনাদি সমাপনাস্তে সকলে উপবেশন করিলে ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিনয়-নম্র বচনে তাঁহারা বলিলেন—'হে মহাজ্ঞানী প্রভো! কোন এক বিষয়ের মীমাংসার জন্য আমরা আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু সে বিষয় আমরা ভবৎ-সকাশে পরে নিবেদন করিব। প্রথমে আমাদের জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কি কারণে আপনি স্নানকালে মধ্যে মধ্যে 'ধন্য কলিযুগ, কলি তুমিই ধন্য!' বলিয়া কলিযুগের গুণ-গান করিতেছিলেন। এই কথা কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে বলিয়া কৃতার্থ করুন। ব্যাসদেব বলিলেন—

"যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎ কলৌ॥
তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য জপাদেশ্চ ফলং দ্বিজাঃ।
প্রাপ্নোতি পুরুষস্তেন কলি সাধ্বিতি ভাষিতম্॥"

—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সত্যযুগে দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া, ত্রেতাযুগে একবৎসর সাধন করিয়া এবং দ্বাপর যুগে এক মাস যত্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, জপ প্রভৃতি দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিযুগে কেবলমাত্র এক দিবারাত্রির সাধনাদ্বারা মনুষ্য সেই ফল লাভ করিতে পারে। এই কারণে 'ধন্য! ধন্য! সাধো! সাধো!' বলিয়া কলিযুগের গুণকীর্ত্তন করিতেছিলাম।

মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভো! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরযুগে এতকাল পরিশ্রম করিয়া ধ্যান, যজ্ঞ, পূজা, জপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে সেই ফল এক দিবারাত্রিতে কোন্ সাধনা-দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়?' উত্তরে ব্যাসদেব বলিলেন—

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥"

—সত্যযুগে ধ্যান-ধারণ দ্বারা, ত্রেতাতে যজ্ঞ-দ্বারা, দ্বাপরে গুরু-শুশ্রূষাদি-অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিযুগে কেবলমাত্র ভগবানের নাম-কীর্ত্তনদ্বারা মনুষ্য সেই ফল লাভ করিতে পারে।

ইহা শুনিয়া মুনিগণ বলিলেন—'চারিযুগ মধ্যে কোন্ যুগ শ্রেষ্ঠ? এবং কোন্ যুগে অল্প সাধনাদ্বারা মহৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়?—এই বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত আমরা আপনার শ্রীচরণ প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।'—এই বলিয়া যথাবিধি অভিবাদনাদি শেষে সকলে স্ব স্ব আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

'পাণ্ডব-গীতা'তে পূজ্যবর ঋষি গৌতম বলিয়াছেন—

"গোকোটিদানং গ্রহণেষু কাশীপ্রয়াগ গঙ্গাঽযুত কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দনাম্না ন কদাপি তুল্যম্॥" (১।৪৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমপূজ্যপাদ মুনি অত্রি বলিয়াছেন—

"গোবিন্দেতি সদা স্নানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ।
গোবিন্দেতি সদা ধ্যানং সদা গোবিন্দ-কীর্ত্তনম্ ॥" (১।৪৭)

তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বিদুর বলিয়াছেন—

"হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥' (১।৫৩)

স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥"—যিনি একবার মাত্র 'হরি' এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছেন, তিনি মোক্ষ লাভের নিমিত্ত নিশ্চয়রূপে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"অবিকারী বিকারী বা সর্ব্বদোষৈকভাজনঃ।
পরমেশপদং যাতি রামনামানুকীর্ত্তনাৎ ॥"

—বিকার-রহিত হউক, বিকারযুক্ত হউক অথবা সর্ব্বদোষে দোষী ব্যক্তিই হউক, রামনাম-কীর্ত্তন-দ্বারা পরমাত্মার পরমপদ লাভ করিতে পারে।

'কেদারখণ্ডে' ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"রামনাম জপতাং কুতো ভয়ং সর্ব্বতাপশমনৈকভেষজম্।
পশ্য তাত! মম গাত্রসন্নিধৌ পাবকোঽপি সলিলায়তেঽধুনা ॥"

—অগ্নিমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া প্রহ্লাদ নিজ পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে পিতঃ! রাম-নাম জপকারীর ভয় কোথায়? অর্থাৎ কোনও ভয় নাই। সর্ব্বপ্রকার তাপনাশের সঞ্জীবনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামনাম। আমার শরীর দেখুন। রামনাম গ্রহণকারী আমার শরীরের নিকট অগ্নিও শীতল হইয়া গিয়াছে।

ভগবৎ-সন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—"যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদাবুদয়তে তদেব নামরূপেণ বাগাবাদিতি স্থিতম্। তস্মান্নামনাম্নিনোঃ স্বরূপাভেদেন তৎসাক্ষাৎকারে তৎসাক্ষাৎকার এব॥"

—যে ভগবৎতত্ত্ব রূপ-পরিগ্রহ করিয়া দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন, তাহাই প্রথমে "নাম"-রূপে বাক্যে অবস্থান করেন। নাম ও নামী স্বরূপতঃ অভেদ। নামের স্বরূপ স্পষ্ট উদিত হইলে ভগবানের চিন্ময়-রূপ নামের স্বরূপের সহিত ঐক্যরূপে আবির্ভূত হন।

ভক্তিসন্দর্ভে কথিত হইয়াছে—"ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাচ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফল-পর্য্যন্তদানসমর্থানি। নামতঃ মন্ত্রেষু অধিকসামর্থ্যমলব্ধম্॥"—ভগবানের নামমাত্রই মন্ত্র। কেবলমাত্র ভগবানের নাম-কীর্ত্তন প্রভাবে ভগবদ্দর্শনরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। নাম অপেক্ষা মন্ত্র দ্বারা অধিক ফল লাভ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

—হে রাজন্! দোষ-পরিপূর্ণ এই কলিযুগের এক মহান্ গুণ এই যে, এই যুগে কেবলমাত্র শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন- প্রভাবেই মনুষ্য সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যযুগে ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা, ত্রেতাতে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া, এবং দ্বাপরযুগে গুরুশুশ্রূষাদি পরিচর্য্যা দ্বারা যে ফল লাভ হইত, কলিযুগে কেবল মাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

'বামনপুরাণে' কথিত হইয়াছে—

'নারায়ণো নাম নরো নরাণাং প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাম্।
অনেকজন্মার্জ্জিতপাপসঞ্চয়ং হরত্যশেষং শ্রুতমাত্র এব ॥'

—পৃথিবীতে নারায়ণ নামকে প্রসিদ্ধ চোর বলা হইয়াছে, কারণ এই নাম কর্ণমধ্যে প্রবেশমাত্রই মনুষ্যের বহুজন্মার্জ্জিত সঞ্চিত পাপরাশিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

'বৈশম্পায়ন সংহিতা'-তে উক্ত হইয়াছে—

'সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপ-রতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥'

—সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী ও সর্ব্বপাপপরায়ণ মনুষ্যও যদি শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করে, তবে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥

'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে' আদি সপ্তমে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"প্রভু কহেন শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ নাম জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥
কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥

এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥

ধৈর্য্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাঁসি কাঁদি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত॥

তবে ধৈর্য্য ধরি মনে করিল বিচার।
কৃষ্ণ নামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥

পাগল হইলাম আমি ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার ফল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহা শক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লইলে হয় প্রেমধন॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০-৭১

মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন—

"কেশব কেশব কূকিয়ে, ন কূকিয়ে অসার।
রাতদিবসকে কূক্‌তে, কভীতো শুনে পুকার॥
রাম নাম রট্‌তে রহো জবলগ্ ঘট্ মে প্রাণ।
কবহুঁ তো দীনদয়ালকে ভনক্ পরৈগী কান॥

—ভগবানের কেশব নাম সর্ব্বদা বলিতে থাক। ভগবন্নাম ভিন্ন অন্য নাম অসার, তাহা মুখে আনিও না। দিবারাত্র তাঁহাকে ডাকিতে থাক, কখন না কখন তিনি ডাক শুনিতে পাইবেন। যতদিন দেহে প্রাণ থাকে, রাম নাম জপিতে থাক। কোন কালে না কোন কালে পরমেশ্বরের কাণে ইহা পঁহুছিবে।

গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"চহুঁ যুগ চহুঁ শ্রুতি নাম প্রভাই।
কলি বিশেষ ন্যহি আন উপাই॥
কলিযুগ কেবল নাম অধারা।
সুমিরি সুমিরি ভব উতরহুঁ পারা॥

—চারি যুগে চারি বেদেই নামের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ এই কলিযুগে নাম ভিন্ন এই সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় উপায় নাই। কলিযুগে একমাত্র নামই সম্বল। নাম জপ করিতে করিতে জীব ভবসমুদ্র পার হইয়া যাইবে।

মহাত্মা নানক বলিয়াছেন—

"ভয়-নাশন দুর্ম্মতি-হরণ, কলিমংহ হরিকো নাম।"

মহাত্মা সূরদাস বলিয়াছেন—

"সোই ভালো জো রাম হি গাওঐ।"

শ্রীরামচরিতমানসে গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"সংসারভয়ভেষজং সুমধুরং শ্রীজানকীজীবনং।
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্॥

—সেই সুকর্ম্মকারী ধন্য, যিনি সংসার-ব্যাধির ঔষধস্বরূপ অত্যন্ত মধুর এবং সীতাদেবীর জীবনমূল শ্রীরামনামরূপী অমৃত সর্ব্বদা পান করেন।

নাম-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন— "ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। যদি নাম কর্ত্তে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তা হলে আর কোন ভয় নাই, তাঁর কৃপা হবেই হবে।"

"তার নাম কল্লে সব পাপ কেটে যায়। কাম, ক্রোধ, শরীরের সুখ-ইচ্ছা এসব পালিয়ে যায়। তাঁর নাম-বীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে।"

নামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে সাধক গাহিয়াছেন—

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তার কেমনে,
দেখা যাবে গো শঙ্করী॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংযুক্ত প্রদেশের কান্যকুব্জ অঞ্চলে অজামিল-নামে একজন নানাশাস্ত্রবিদ্ সদাচারপরায়ণ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় দেবদ্বিজে ভক্তি-সম্পন্ন কোমলপ্রাণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। অতিথি-সৎকারের নিমিত্ত সেই প্রদেশে তাঁহার খুব সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল। তাঁহার পরমাসুন্দরী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীও দেব, দ্বিজ এবং অতিথিসেবায় ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী ছিলেন।

একদিন অজামিল তাঁহার পিতৃদেবের আদেশে ফল-মূল-সমিধ-কুশ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী বনপ্রদেশে গমন করেন। গৃহে প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে এক মদমত্ত কামপীড়িত শূদ্রকে এক মদবিহ্বলনেত্রা বারবণিতার সহিত নির্ল্লজ্জভাবে হাস্য করিতে, গান করিতে ও রমণ করিতে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ-যুবকের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি কামাক্রান্ত হইয়া নিজের বংশমর্য্যাদা, শাস্ত্রজ্ঞান, লোকসম্মান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং পতিব্রতা সতী সুন্দরী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সেই শূদ্রা বেশ্যাতে আসক্ত হইয়া সেই দাসীর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিলেন। পিতার সমস্ত সম্পত্তি বেশ্যা-সেবায় নষ্ট করিলেন। গৃহের ধনরাশি নিঃশেষ হইলে নানাপ্রকার অসৎ উপায়ে ধন সংগ্রহ করিয়া সেই দাসী ও দাসীর সন্তানাদি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সেই বারবণিতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এমন পাপকর্ম্ম নাই, যাহা তিনি অনুষ্ঠান করেন নাই। সেই স্বৈরিণীর গর্ভে তাঁহার দশটি সন্তান জন্মিয়াছিল। সর্ব্বকনিষ্ঠের নাম ছিল 'নারায়ণ'। নারায়ণ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। নারায়ণকে না দেখিয়া তিনি ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেন না। সর্ব্বদা তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর। মৃত্যুকালে ভীষণমূর্ত্তি যমদূতগণকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া 'নারায়ণ', 'নারায়ণ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপন প্রিয়তম পুত্রকে ডাকিয়া উঠিলেন। অজামিলের মুখে ভগবানের পতিত-পাবন পবিত্র নাম শ্রবণ করিয়াই ভগবান্ বিষ্ণুর পার্ষদগণ তাঁহাকে বিষ্ণুলোকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আসিয়া দেখেন যে, যমদূতগণ অজামিলের আত্মাকে যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাঁহারা যমদূতকে বুঝাইয়া ধমকাইয়া অজামিলের পবিত্রীভূত আত্মাকে যমালয়ে লইয়া যাইতে দিলেন না। ভগবানের সকল পার্ষদই নবীন কিশোর-বয়স্ক, কমল-নয়ন, কিরীট-মুকুট-ধারী, পীতাম্বর-পরিহিত ; তাঁহাদের মনোরম চতুর্ভুজে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভা পাইতেছে! এই সকল সুন্দরদর্শন ভগবৎ-বেশধারিগণকে এইভাবে সহসা আসিয়া অজামিলের আত্মাকে বলপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া নিতে দেখিয়া যমদূতগণ আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তব্ধীভূত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহাদের নিকট উহা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। যমরাজ ভিন্ন মৃতজীবের বিচারকর্তা যে অপর কেহ আছেন, উহা তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। যাহা হউক, অবশেষে যমদূতপ্রধান বিষ্ণুদূত-প্রধানকে বলিলেন— "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।" "অর্থাৎ বেদে যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম ; সে সকলের বিপরীত আচরণ তাহাই অধর্ম্ম"।—এই বলিয়া অজামিলের বেদ-বিরুদ্ধ আচরণ-সমূহের ইতিহাস শুনাইয়া শেষে কহিলেন যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত পাপীকে আমরা দণ্ডধর যমরাজের নিকট লইয়া যাইব, সেই স্থানে এই পাপী আপন পাপের যথোচিত দণ্ড ভোগ করিয়া শুদ্ধ হইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া বিষ্ণুদূত-প্রধান বলিতে লাগিলেন—

"অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥ ৭॥

এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্॥ ৮॥

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রী-রাজ-পিতৃ-গো-হন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥ ৯॥

সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণো র্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ ১০॥

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ,
তথা বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈঃ,
তদুত্তমশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥ ১১॥
নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎকর্ম্ম নির্হারমভীপ্সতাং হরে
গুর্ণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ॥১২॥
অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মানঃ সমগ্রহীৎ॥ ১৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংকেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ১৪॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোকনাম যদ্।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ১৮॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৬, ২

—এই অজামিল, এই এক জন্মের কি কথা, কোটি জন্মের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, কারণ ইনি বিবশ হইয়াও মোক্ষ-প্রদানকারী শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছেন ॥৭॥ যখন ইনি 'নারায়ণ আয়' বলিয়া ভগবানের চতুরক্ষর "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তখনই এই পাপী অজামিলের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে ॥৮॥ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের স্বর্ণ চুরি করে, মদ্যপান করে, যে মিত্রদ্রোহী, গুরুপত্নীগামী, ব্রাহ্মণ-স্ত্রীলোক-রাজা-পিতা-মাতা এবং গো-বধকারী, এবং আর যতপ্রকার মহাপাপ আছে, সমস্ত যে করিয়াছে,—সেই মহাপাপীর জন্য শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণই প্রায়শ্চিত্ত ; কারণ, নামোচ্চারণ দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হয় ॥৯ ১০॥ শ্রীহরির নাম উচ্চারণদ্বারা পাপী ব্যক্তি যেরূপ শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, বেদজ্ঞ মনু প্রভৃতি মহানুভবগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপী ব্যক্তির সেরূপ শুদ্ধি লাভ হয় না ; কারণ, ভগবানের নাম উচ্চারণ দ্বারা মনের মধ্যে মহাযশস্বী পরমেশ্বরের গুণের প্রকাশ হয়, কিন্তু ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত কেবল মাত্র পাপ-নিবৃত্তি করিতেই সমর্থ ॥১১॥ ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চরম শুদ্ধিপ্রাপ্তি হয় না, যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত করিবার পরও মন পাপপথে ধাবিত হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা পাপের মূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্বংস করিয়া চরম শুদ্ধতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত ভগবানের নামোচ্চারণই সর্ব্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত, যেহেতু ভগবন্নাম সত্ত্বভাবন অর্থাৎ পাপের মূল অজ্ঞান ধ্বংস করিয়া অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ করে ॥১২॥ অতএব হে যমদূত! তুমি এই ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইও না, যেহেতু ইনি মৃত্যুকালে ভগবন্নাম উচ্চারণ করিয়া সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন ॥১৩॥ যে কোন সংকেতে (যেমন পুত্রের নাম 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিয়া), পরিহাসচ্ছলে, গানের পদপূরণ করিবার নিমিত্ত অথবা অবজ্ঞাভরে, বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলে বাসনাসহ পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় শাস্ত্রবেত্তা বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহা উত্তমরূপে জানেন ॥১৪॥ জ্ঞাতসারে হউক অথবা অজ্ঞাতসারে হউক কাষ্ঠে অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইলে উহা যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে—যেভাবেই হউক ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে কীর্ত্তনকারীর সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥১৮॥

এই প্রকার বলিয়া বিষ্ণুদূত-প্রধান অজামিলকে যমপাশ হইতে মুক্ত করিয়া উদ্ধার করিলেন। অজামিলের পরমধাম প্রাপ্তির ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া অবধূত-শিরোমণি ভাগবত-প্রধান শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলিলেন—

"এবং স বিপ্লাপিতসর্ব্বধর্ম্মা দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্ম্মণা।
নিপাত্যমানো নিরয়ে হতব্রতঃ সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্নন্ ॥৪৫॥
নাতঃপরং কর্ম্ম নিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষুতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা
॥৪৬॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৪৯॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৬।২

—এই দাসীপতি অজামিলের সমস্ত ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, চৌর্য্য প্রভৃতি নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া সে ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল এবং অন্তে যমদূত দ্বারা নরকে পাতিত হইতেছিল,—কিন্তু ভগবন্নাম উচ্চারণমাত্রই সে যমপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিল ॥ ৪৫ ॥ অতএব, তীর্থপাদ ভগবানের নামকীর্ত্তন অপেক্ষা পাপমূল-উৎপাটনকারী আর কোন উত্তম উপায় মোক্ষকাঙ্ক্ষীর পক্ষে নাই, কারণ কীর্ত্তন-প্রভাবে মন পুনরায় দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না ; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন রাজস ও তামস গুণদ্বারা মলিন হইয়া পুনরায় পাপাচরণে আসক্ত হইয়া উঠে ॥৪৬॥ মৃত্যুকালে বিবশ হইয়াও পুত্রভাবনায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করাতেই অজালিমের ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হইয়াছিল। সুতরাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবৎ-ভাবনা-সহ নামকীর্ত্তনকারী নিরপরাধ ব্যক্তি যে পরমধাম লাভ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি ?

নামের এইপ্রকার মহিমা সত্ত্বেও জীবকে নরকে পতিত হইতে দেখিয়া গর্গমুনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন—

"নারায়ণেতি শব্দোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে ঘোরে পতন্তীতি কিমদ্ভুতম্ ॥"

—'নারায়ণ' শব্দ বিদ্যমান্ থাকিতে এবং নামকীর্ত্তনের স্বাধীন বাক্য থাকা সত্ত্বেও যে মনুষ্য নরকে পতিত হয়, ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রান্তরেও কথিত হইয়াছে—

"জিহ্বাং লব্ধ্বাঽপি যো বিষ্ণুং কীর্ত্তনীয়ং ন কীর্ত্তয়েৎ।
লব্ধ্বাঽপি মোক্ষনিঃশ্রেণীং স নারোহতি দুর্ম্মতি ॥"

—'জিহ্বালাভ করিয়াও যে কীর্ত্তনীয় ভগবানের নাম কীর্ত্তন করে না, সে দুর্ম্মতি। তাহার ব্যবস্থা কিরূপ? না, মোক্ষধামের সিঁড়ি পাইয়াও সে তাহাতে আরোহণ করে না।

'পদ্মপুরাণে' উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ ॥"

—সকল প্রকার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিও নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করে। নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নামই তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে।

'বিষ্ণুপুরাণে' কথিত হইয়াছে—

"কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তং তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥"

—পাপ-কার্য্য করিবার পর যে মনুষ্যের পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হয়, তাহার পক্ষে একমাত্র হরিস্মরণম্ পরম প্রায়শ্চিত্ত ॥

"তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরেৎ পুরুষো মুনে।
ন যাতি নরকং শুদ্ধঃ সংক্ষীণাখিলপাতকঃ ॥"

—অতএব হে মুনে! মনুষ্যের কর্ত্তব্য দিবারাত্র শ্রীভগবানের চিন্তন করা। ইহার প্রভাবে সম্পূর্ণ পাপ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং সে শুদ্ধতা লাভ করে; সুতরাং তাহাকে আর নরকগামী হইতে হয় না ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'স্কন্দ-পুরাণে' উক্ত হইয়াছে—

"তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যত্তু ন ক্ষীয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ॥"

—সংসারে এরূপ কোন কর্ম্মজ, বাচিক অথবা মানসিক পাপ হইতে পারে না যাহা কলিযুগে শ্রীগোবিন্দের গুণগান করিলে ক্ষীণ না হইয়া যায়॥

'মৎস্য-পুরাণে' উক্ত হইয়াছে—

"পরদাররতো বাপি পরাপকৃতিকারকঃ।
সশুদ্ধো মুক্তিমাপ্নোতি হরে র্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥"

—পরস্ত্রীগমনকারী কিম্বা পরপীড়নকারী পাপপরায়ণ ব্যক্তিও হরিনামকীর্ত্তনদ্বারা পাপাচরণ ত্যাগ করে এবং পাপফল হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ হয় ও পরিণামে মুক্তিলাভ করে॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ বিস্তার॥"
"নামের ফলে কৃষ্ণ-পদে প্রেম উপজয়।"

ভগবন্নাম ত্রিতাপ-তাপিত মনুষ্যকে শান্তি দান করে, দুঃখসাগরে মগ্ন জীবকে উদ্ধার করিয়া সুখস্থানে লইয়া যায়, মহাপাপীর পাপসমূহ দূর করিয়া তাহাকে পবিত্রীকৃত করে এবং মায়ান্ধকারে জ্যোতিঃ-রূপ ধারণ করিয়া মুক্তিমার্গ দেখাইয়া দেয়। ভবসাগরে নিমজ্জিত-প্রায় জীবের পক্ষে 'ভগবন্নাম' নৌকা-স্বরূপ, মোক্ষমার্গের পথিকের উহা প্রকৃত বন্ধু, অন্তঃকরণের মলিন বাসনা নাশ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা দিব্য ঔষধি, ভগবানের সহিত মিলন করাইবার উহা প্রকৃত মিত্র। 'ভগবন্নাম' ভক্তজনের পরম সম্বল, জ্ঞানিগণের পরম ধন। বিষয় বিষে পরিপূর্ণ এই সংসারে 'ভগবন্নাম' অমৃতস্বরূপ, মধুর হইতেও মধুর—মধুরতম।

'স্কন্দপুরাণে' প্রভাসখণ্ডে পুরাণবিদ্ সূত বলিয়াছেন—

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল-নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

—হে ভৃগুবংশীয় শৌনক! শ্রীকৃষ্ণনাম সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ফল, চৈতন্যরূপ মঙ্গলের মঙ্গল এবং মধুর হইতেও মধুর। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যিনি এই নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকে ইহা সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন। এমন কি, একবারমাত্র অবজ্ঞাভরেও এই নাম গান করিলে জীব এই ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহে 'নামমাহাত্ম্য' কীর্ত্তিত হইয়াছে—

১।৫।১১, ১।৫।৩৬, ১।৬।২৭, ১।১৮।১৯ ; ২।১।১১, ২।৩।২৪, ২।৪।১৫ ; ৩।৯।১৫, ৩।৩৩।৬-৭ ; ৪।১।৩০, ৪।৭।৪৭ ; ৫।১।৩৫, ৫।৩।১২, ৫।২৪।২০ ; ৬।২।৭-১৯, ৬।২।৩২-৩৪, ৬।২।৪৫-৪৯, ৬।৩।২২-২৬, ৬।৩।৩১, ৬।১৩।৮, ৬।১৬।৪৪ ; ৭।৭।৩৪-৩৬ ; ৮।২৩।১৬ ; ৯।২৪।৩২ ; ১০।৯০।৪৭, ১১।২।৩৯-৪০, ১১।৫।৩৬, ১১।১৩।২৩, ১১।২৮।৪০ ; ১২।৩।৫১-৫২, ১২।১২।৪৬-৪৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বকালে নন্দীগ্রামে পুষ্কর নামে দুইজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তন্মধ্যে এক জন আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, দেবদ্বিজে ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। অপর জন ইহার বিপরীতভাবে জীবন যাপন করিত। পাপী পুষ্করের আয়ুষ্কাল শেষ হইলে তাহাকে আনিবার জন্য যমরাজ দূতগণকে প্রেরণ করিলেন। প্রভুরাদেশে দূতগণ নন্দীগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু ভ্রমক্রমে পুণ্যাত্মা পুষ্করকে লইয়া আসিল। যমরাজ দেখিয়াই ইহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ইহাদিগকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন। পরে আনীত পুণ্যাত্মা পুষ্করকে যথোচিত সমাদর ও সম্মান করিয়া যমরাজ বলিলেন,—'হে পুষ্কর! তোমাকে আনয়ন করিবার জন্য আমি দূতগণকে আদেশ করি নাই। উহারা ভ্রমবশে তোমাকে আনিয়াছে। তুমি পুনরায় স্বভবনে গমন কর, তোমার আয়ুষ্কাল এখনও পূর্ণ হয় নাই।' পুষ্কর বলিলেন,—'হে ধর্ম্মরাজ, মর্ত্ত্যলোকে থাকাকালীন আপনার নরকের বিষয় বহু কথা শুনিয়াছি। দৈবযোগে যখন এই স্থানে আসিতে হইয়াছে, আপনি কৃপাপূর্ব্বক একবার নরক প্রদর্শন করাইয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।' ধর্ম্মরাজ তাহাকে নরকস্থানে লইয়া গেলেন। নারকীয় জীবগণের যন্ত্রণাপূর্ণ হাহাকার ধ্বনি শুনিয়া পুণ্যাত্মা পুষ্করের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তত্রত্য জীবদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'এক্ষণে হাহাকার করিতেছ কেন? পূর্ব্বে এ সকল বিষয় মনে ছিল না? সর্ব্বপাপনাশকারী ভগবন্নাম বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদিগকে এই যন্ত্রণাপূর্ণ নরকে আসিতে হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে ?' নরকস্থ জীবগণ বলিল—'হে পুণ্যকর্ম্মা পুষ্কর ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অতি সত্য। যাহা হউক, কিছুক্ষণের নিমিত্ত কৃপাপরবশ হইয়া আপনি এইস্থানে অপেক্ষা করুন। আপনার পবিত্র-গাত্র-স্পর্শ-বায়ু-সেবনে আমাদের শান্তিবোধ হইতেছে।' এমন সময় যমরাজ বলিলেন—'হে পুষ্কর ! তোমার এ সকল বিষয়ে কি প্রয়োজন ? তোমার নরক দেখা হইয়াছে। চল, তোমাকে তোমার গৃহে রাখিয়া আসি।' কোমল-হৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ পুষ্কর উত্তর করিলেন—'হে ধর্ম্মরাজ ! এই যন্ত্রণাতুর জীবগণের উদ্ধারের উপায় না করিয়া এই স্থান হইতে আমার প্রস্থান করিতে ইচ্ছা হইতেছে না।' এই কথা বলিয়া তিনি ভগবানের পতিতপাবন 'নাম' কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

"গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ।
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাঙ্গ পাণে
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥"

ভক্তমুখে সর্ব্বপাপনাশক পরম কল্যাণকারী 'ভগবন্নাম' শ্রবণ করিয়া নরকস্থ সমস্ত জীব মুক্ত হইয়া দিব্য রূপ ধারণ করিল এবং "হে পুষ্কর ! তোমার এই কীর্ত্তি অক্ষয় হইবে" বলিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। এই কথা স্মরণ করিয়া ব্রহ্মা স্বপুত্র নারদকে বলিলেন—

"নামস্মরণমাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
পুষ্করেণ যথা পূর্ব্বং নারকীয়াশ্চ মোচিতাঃ ॥"

—স্কন্দে, বৈষ্ণবখণ্ড, কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে. ২।৪৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু ভাগ্যফলে ভগবানে বিশ্বাস হয়। ভগবদ্বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। শ্রদ্ধা উদিত হইলে জীব ব্যাকুল হইয়া বিগত-অনর্থ সাধু পুরুষদিগের সঙ্গ ও কৃপা লাভের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। ভগবৎকৃপায় সাধুসঙ্গ লাভ হইলে তাঁহার আদেশে ভজন-ক্রিয়ায় রত হয়। জীব যতই ভগবদ্ভজনে মগ্ন হইতে থাকে, বিষয়াসক্তি-পাপাচরণ-হিংসা-লোভাদি অনর্থসমূহ ক্রমশঃ খর্ব্বিত হইয়া তাহার ভিতর ভগবন্নিষ্ঠার উদয় হয়। নিষ্ঠার উদয়ে ভগবদনুশীলন অধিকতর যত্নের সহিত হইতে থাকে এবং কালে নিষ্ঠাপুষ্ট হইয়া রুচি আখ্যা পায়। ভগবানে রুচি হইলে সর্ব্বত্র অরুচি হইতে থাকে। রুচি ক্রমে আসক্তিতে পরিণত হয়। আসক্তি পূর্ণ হইলে তাহার নাম ভাব। ভাব অনন্যমমতা লাভ করিলে প্রেম হয়। প্রেম জন্মিলে বা জাগিলে যে কি অভূতপূর্ব্ব অপার আনন্দ, তাহা স্বয়মেব বেদ্য, স্বয়মেব বোধ্য। এই মাধুর্য্য-পূর্ণ প্রেম লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্যা হইয়াছিলেন ব্রজগোপিকাগণ।

"যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুমুখ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তয়ানাঃ ॥"

ব্রজনারীগণ ধন্যা! তাঁহারা গো-দোহনকালে, ধান্য প্রভৃতি শস্য অবহনন করিবার সময়, দধিমন্থনকালে, আঙ্গিনা লেপিবার সময়, দোলায় দুলিবার কালে, রোরুদ্যমান্ বালককে শান্ত করিবার সময়—অনুরাগভরে সাশ্রুনয়নে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ব্রজনারীগণের শ্রীকৃষ্ণ নামের মাধুর্য্যলাভ হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই কারণে কোন সময়েও তাঁহারা এই নামকীর্ত্তন করিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

'প্রবোধসুধাকরে' ভগবান্ শংকরাচার্য্যও বলিয়াছেন—

'গচ্ছন্ত্যস্তিষ্ঠন্ত্যো গৃহকৃত্যপরাশ্চ ভুঞ্জানাঃ।
কৃষ্ণং বিনান্যবিষয়ং সমক্ষমপি জাতু নাবিন্দম্॥"

—গমন-কালে, অবস্থান-কালে, গৃহকৃত্য সম্পাদন কালে, ভোজনকালে এবং অন্যান্য বিষয় সমুপস্থিত হইলেও গোপিগণ কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বিষয় কখনও জানিতেন না।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপালাভ করিয়া ন্যায়-বেদান্ত-সাংখ্য-মীমাংসা শাস্ত্রের অধ্যাপক-শিরোমণি বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় হরিনামের মধুররসে মত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"পরিবদতু জনো যথা তথায়ং নন্নু মুখরো ন ততো বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরামদেন মত্তো ভূবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥"

—সংসারী লোক যত পারে আমার নিন্দা করুক, আমি কোনই বিচার করি না। যাহার মুখ আছে সে যাহা ইচ্ছা বলুক। আমি তো হরি-রস-মদে মত্ত হইয়া কখন ভূমিতে গড়াগড়ি দিই, কখন নৃত্য করি, কখন শুইয়া থাকি।

সৌভাগ্যক্রমে যিনি একবার নাম-রসের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের স্বাদ নীরস ও তুচ্ছ হইয়া যায়।

'শ্রীহরিভক্তি বিলাসে' ঐকান্তিক কৃত্যের মধ্যে নামের স্মরণ কীর্ত্তনের অধিক মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে—

"এবমৈকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃতমন্যন্ন রোচ্যতে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেরূপ ভগবানের মহিমা ও লীলার অন্ত নাই, সেই প্রকার উঁহার নামের মহিমাও অনন্ত। নাম সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। যে প্রকার অচিন্ত্য-শক্তি ভগবান্ জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে নররূপে অবতীর্ণ হন—"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তাদৃশী:ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥" —-শ্রীমদ্ভা, (১০।৩৩।৩৭)—সেই প্রকার জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত 'নাম' ও তাঁহার অনাদিকালীন অবতাররূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। অক্ষরাত্মক হইলেও নামবলে অক্ষরাত্মক নামও অপ্রাকৃত ভগবদবতার বিশেষ। 'অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেনাবতারোয়মিতি।' (ভগবৎ-সন্দর্ভে)। এই নামাবতার কলিযুগে বিশেষভাবে প্রকট হন; কারণ, কলির অসহায় অল্পায়ু দুর্ব্বল জীবের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা।

ভগবন্নামই ভগবানের প্রথম পরিচয়। ভগবৎ-প্রাপ্তি-প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে জীবের ভগবন্নাম গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। নাম অবলম্বন করিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হইবে। নামসাধনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা অল্পকাল মধ্যে সাধিত হয় এবং যম-নিয়ম-প্রাণায়ামাদি না করিয়া নামের কৃপায় চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ উহাদের ফল উদিত হয়। চিত্ত যতই শুদ্ধ ও শান্ত হইতে থাকে, ততই অপ্রাকৃত জগতের বিচিত্র লীলালহরী দর্শন পথে আবির্ভূত হয়। তাহাতে যে অপরিমিত অপূর্ব্ব সুখানুভব হয় তাহা বর্ণনাতীত। "তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা।'—

-শ্রীমদ্ভাঃ, ১।৫।১৮)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম-সাধনার ন্যায় নির্দ্দোষ, সরল, সুগম ও সার্ব্বজনীন সাধন দ্বিতীয় আর নাই। বালক-বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন, রোগী-নিরোগ, পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, স্ত্রী-পুরুষ—সকলেরই ইহাতে অক্ষুণ্ণ সমান অধিকার। ইহাতে বয়সের প্রশ্ন নাই, জাতির বিচার নাই। 'ন দেশ-কাল-নিয়মঃ শৌচাশৌচবিনির্ণয়ঃ। পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রামরামেতিমুচ্যতে।' নাম-সাধনায় কোনপ্রকার পরিশ্রম নাই, কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই, কোনপ্রকার ব্যয় নাই। ইহা এইরূপ সহজ ও সুগম মার্গ। কিন্তু, জীব এরূপ দুর্ভাগ্য যে, এই প্রকার সুলভ পন্থা পাইয়াও তাহা গ্রহণ করে না। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"নাম্নামকারী বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥", (শিক্ষাষ্টকে)

—হে ভগবান্! জীবের কল্যাণার্থ আপনি আপনার বহু নাম প্রকাশ করিয়াছেন এবং নামমধ্যে আপনার পূর্ণ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। ভজন করিবার নিমিত্ত কাল, অবস্থা, অধিকার প্রভৃতির কোনও নিয়ম নাই। আপনারও এইরূপ অসীম কৃপা, কিন্তু আমার এরূপ দুর্ভাগ্য যে, ঈদৃশ নামেয় আমার অনুরাগ জন্মিল না!

ভগবন্নামের মহিমা অপার। নামের প্রভাবেই ভক্তরাজ হনুমান্ ভগবান্‌কে নিজের বশে রাখিয়াছিলেন। 'সুমিরি পবনসুত পাবন নামূ। অপনে বশ করি রাখেউ রামু॥' ভক্ত নাম-প্রভাবে যে সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, সেই সমুদ্র উত্তীর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে স্বয়ং ভগবানের সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। ধন্য নামের মহিমা। সকলেই জানেন যে, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি নামের প্রভাবেই ভগবানের দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছিলেন।

শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ ও সাধু মহাত্মগণ সকল যুগের নিমিত্তই নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু কলিযুগের জন্য ত নাম-সাধন ভিন্ন অপর সাধনে মনুষ্যের অধিকার নাই এবং নামের সমান মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই—বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"রামেতি বর্ণদ্বয়মাদরেণ সদা স্মরণ্ মুক্তিমুপৈতি জন্তুঃ।
কলৌ যুগে কল্মষমানসানামন্যত্র ধর্ম্মে খলু নাধিকারঃ॥"—

'রাম' এই বর্ণদ্বয় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সর্ব্বদা স্মরণ করিলে জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে। কলিযুগে পাপ নাশ করিবার নিমিত্ত অন্য কোন প্রকার সাধনে মলিনচিত্ত জীবের অধিকার নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

—কলিযুগে কেবল হরি-নামই পরম কল্যাণ-প্রাপ্তির উপায়। ইহা ভিন্ন অপর কোন পথ নাই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়ণায়।'

একান্ত নামাশ্রয়রূপ ভগবদ্ভজনে জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥"

—(শ্রীমদ্ভা, ২।১।১১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদিপুরাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাম-নামের মহিমা বিষয়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম বদন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং নাস্তি ভয়ং পার্থ রামনামপ্রসাদতঃ ॥"

'দেবদেব জগন্নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম।
নারায়ণ হৃষীকেশ পুণ্যশ্লোকাচ্যুতাব্যয় ॥
নমস্তে সর্ব্বভাবায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ ॥"

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রুতি আত্মা-সম্বন্ধে বলিতেছেন—"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিব-মদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স বিজ্ঞেয়ঃ।" (মাণ্ডুক্য ৭) —আত্মা এই জগতের উপশম, জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ উপাধি-রহিত। ইনি শান্ত—রাগদ্বেষাদিশূন্য। ইনি শিব —মঙ্গলময়, বিশুদ্ধ। ইনি অদ্বৈত—ইনি আপনি আপনি। এই কারণে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম। অয়মাত্মা ব্রহ্ম" অর্থাৎ আত্মাই আছেন আর কিছুই নাই। "ন কিঞ্চিদেব দেহাদি ন চ দুঃখাদি বিদ্যতে। আত্মনো যৎ পৃথগ্‌ভূতং কিং কেনাতোঽনুভূয়তে ॥" অর্থাৎ দেহাদি কিছুই নাই, দুঃখাদিও নাই। আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত কিছু কি এই সংসারে আছে? আত্মা ভিন্ন কাহাকে কে অনুভব করে? অতএব জগৎ নাই। আত্মা চতুর্থ পাদত্রয় হইতে ভিন্ন তুরীয় ব্রহ্ম। সেই উপাধি-রহিত তুরীয়কেই আত্মা বলিয়া জানিও। সেই আত্মাকেই জানিতে হইবে।— "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ। নানুধ্যায়াদ্বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥" (বৃহদা ৪, ৪, ২১)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমারাধ্য অনিকেতনবাসী শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ-লিখিত ও লিখীয়মান গ্রন্থাবলীর তালিকা ঃ

১। সাধন-সহায় ৩৲
২। 'সাধন-সহায়' পরিশিষ্ট ১৲
৩। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ" ॥০
৪। সমন্বয় ॥০
৫। ভক্তি ও জ্ঞান ॥০
৬। দীক্ষাতত্ত্ব-বিচার ১৲
৭। জগতের মূলকারণ ৩৲
৮। মৃত্যুর পরের অবস্থা ২৲
৯। বিচার-ধারা ২৲
১০। বর্ণাশ্রম-প্রসঙ্গ ২৲
১১। প্রবন্ধ-রত্নাবলী ২৲
১২। তত্ত্ব-নিরূপণ ১৲
১৩। শৈবদর্শন ৵০
১৪। কলিকালে পশুবলি নিষিদ্ধ ৵০
১৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশামৃত ১৲
১৬। সন্ধ্যাবিধিঃ ॥৵
১৭। বলিবৈশ্বদেববিধিঃ ।০
১৮। আত্মপ্রসঙ্গ (হিন্দী) ৩৲
১৯। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ " ২৲
২০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা " ('মুমুক্ষুবোধিকা'-ব্যাখ্যাসমেত) ৪৲

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীকুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়
'শ্রীশঙ্করধাম'
গোবর্দ্ধনপুর, মুজঃফরপুর

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র লাহিড়ী
৮৮নং যতীনদাস রোড,
কলিকাতা—২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi